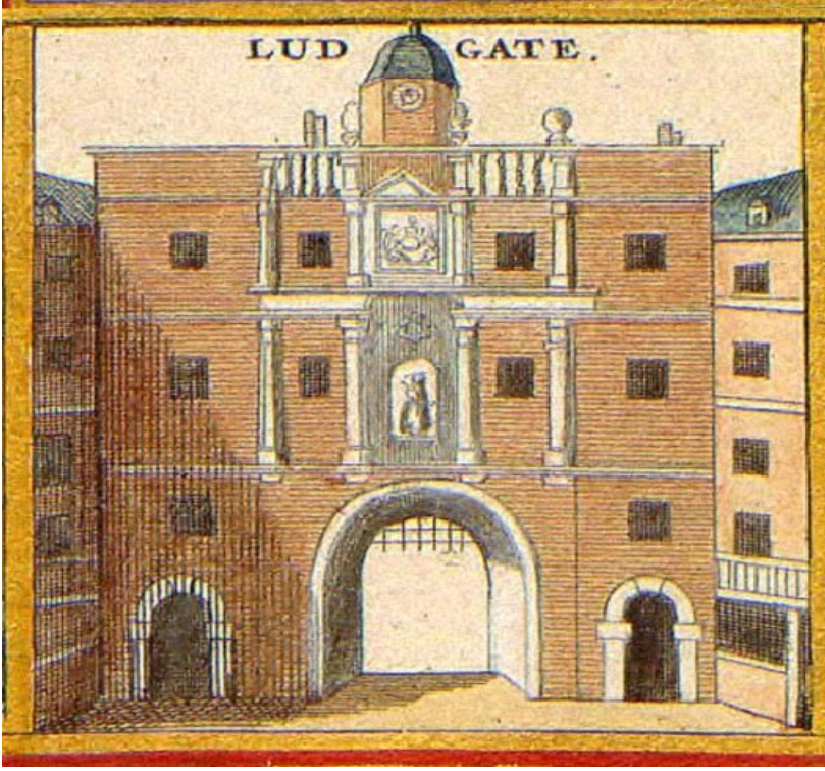




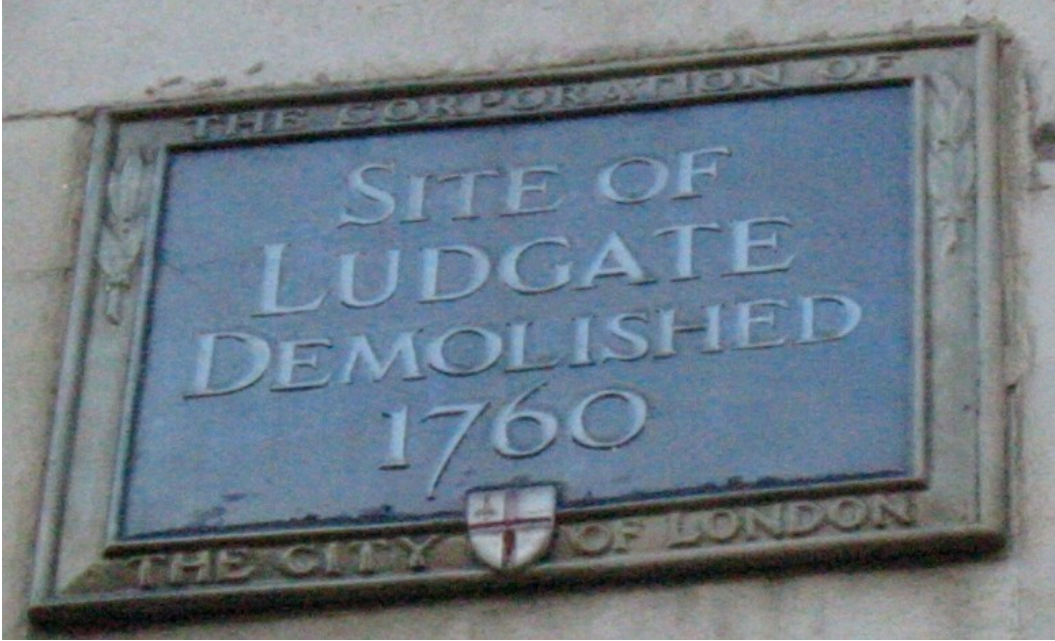
লুডের গেট লন্ডন

আব্দুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী



সূচিপত্র

১) লুডের গেট সম্পর্কে প্রচলিত মতামত.....	5
২) ব্রিটিশ এম্পায়ার	12
৩) পৈত্তলিকতার সাথে সম্পর্কিত কিছু লুডের গেট	16
৪) Kissing Hands.....	21
৫) লুডগেটের অন্য কিছু অর্থ	23



বুড়িগঙ্গার ঐপারে যারা কখনো থাকেন নি তারা লোড শেডিংয়ের মজা পান নি। রাত ১১ টায় ইলেকট্রিসিটি নেই। গ্রীষ্মকাল, গরমে ঘুমানোর উপায় নেই। ১০ মিনিট হেটে নদীর পারে - কোনো লঞ্চের উপর ঘুমিয়ে পড়বো। নদীর বাতাসের আরাম – আহ! লঞ্চঘাটে যেতেই আমি যেন ভূত দেখলাম। তমাল ভাই না? তাই তো।

- কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম কি তমাল? ভার্শিটির?

- হুম। চাঁদপুরের লঞ্চটার ছাদে যা। আমি আসছি।

আমি দ্রুত চাঁদপুরের লঞ্চের ছাদে উঠে ভাবতে লাগলাম। কত দিন পর দেখা। মুসার হারিয়ে যাওয়া মাছের দেখা চাইলেই পাওয়া যায় না। তাদের কারো সাথে দেখা পাওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমার প্রতি বিশেষ রহমত করেছেন। তারা হটাত উদয় হয়ে আবার কোথায় হারিয়ে যাবে - তুমি আর খুজেও পাবে না। তমাল ভাই কোথা থেকে উদয় হলেন.....।

- কি রে ভালো আছিস?

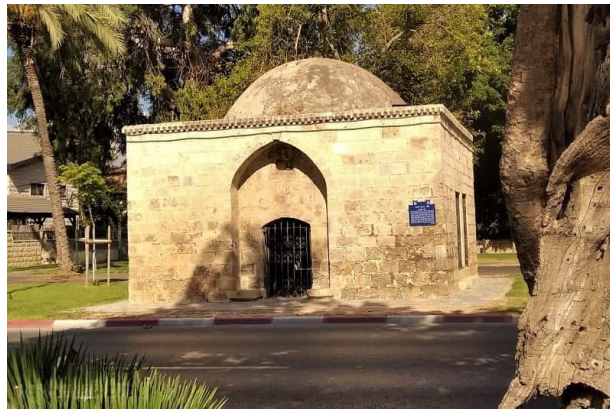
পিছনে তাকিয়ে দেখি তমাল ভাই চলে এসেছেন। - তুই তো সত্য এবং ন্যায়ের পথ থেকে সরে যাচ্ছিস।

আমাদের কথা চলে দ্রুত। 'কেমন আছো? ভালো আছি' --- এই সব সৌজন্যমূলক কথা বলার সময় নাই। ব্যাপারটা আমি জানি তাই সাবলীলভাবে উত্তর দিলাম, জি, ভাই, আমার অনেক দুর্বলতা আছে।

- তুই সাংবাদিকদের সরল পথে আনতে পারবি না। তার চেয়ে 'গেট অফ লুড' নিয়ে চিন্তা কর। ভালো হবে।

- গেট অফ লুডে (Gate of Lod / the Bab Ludd) তো দাজ্জালকে ইসা ইবনে মরিয়ম হত্যা করবেন। হাদিসে তাই বলা আছে। জায়গাটা প্যালেস্টাইনের মধ্যে পড়েছিল এখন ঐ জায়গাটা ইসরায়েলের ভিতরে আছে যার নাম লুড শহর। (city of Lod, approximately 15 km southeast of Tel Aviv)

- এই রকমই সবাই জানে কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো সে রকম কিছু নয়। হাদিসের ব্যাখ্যায় আলেমরা বলেছেন, **সম্ভবত** ইসরায়েলের লুড শহর-ই হচ্ছে সেই শহর যেখানে ইসা ইবনে মরিয়ম দাজ্জালকে হত্যা করবেন যেহেতু হাদিসে উল্লেখিত শহরের সাথে উক্ত শহরের নামের মিল রয়েছে। লুড শহরে একটি চতুর্ভুজ আকৃতির ঘর আছে যা একটি জল-কূপের উপর নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি মামলুক সাম্রাজ্যের সময় নির্মাণ করা হয়েছিল যা অটোমানরা পরে পুনঃ নির্মাণ করে।



বর্তমানে কিভাবে যেন এই জায়গাটি লুডের গেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মামলুকদের (মামলুক সালতানাত, মিশর (১২৫০ - ১৫১৭) সময় যে ঘর নির্মিত হয়েছে তা কিভাবে হাদিসে বর্ণিত লুডের গেট হতে পারে? প্রমান নেই, তাই না? আসলে কেউই জানে না 'গেট অফ লুড' কোন জায়গা? বা এটি কি আদৌ কোনো জায়গা নাকি অন্য কিছু বুঝানো হয়েছে?

- হুম। কিন্তু তাহলে 'লুডের গেট' কোন টা?

- সেটাই তোকে খুজে বের করতে হবে।

- আপনি বলে দিন – ভাই।

- সম্ভব না, কিছু জিনিস আছে যা নিজেকেই খুজে বের করতে হয় এবং নিজেকেই উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তুই কি জানিস না - দাজ্জালকে শুধুমাত্র বিশ্বাসীরাই চিনতে পারবে। আমি যাই। ভালো থাকিস।

আমি কিছু বলার আগেই তমাল ভাই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

সে রাত্রে ঘুম অনেক লুকোচুরি করার পর আমার কাছে আসলো। নদীর উপরে মৃদু বাতাসে জ্যেৎমা স্নাত মেঘের ভেলা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়া - এই অনুভূতির মূল্য কত? মাসে ৬ হাজার টাকা (\$55) উপার্জন করা লোককে আল্লাহ কোটি টাকা উপার্জন করা লোকের চেয়ে বেশী আনন্দপূর্ণ রাত দিতে পারেন। এই কথাটা যদি দাজ্জালের অনুসারীরা জানত।

লুডের গেট সম্পর্কে প্রচলিত মতামত

মুজাম্মি' বিন জারিয়াহ আল-আনসারী বলেন:

"আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি: 'ঈসা ইবনে মারইয়াম লুডের দরজায় দাঙ্গালকে হত্যা করবেন।'" (জামি' আত-তিরমিযী ২২৪৪; অনুরূপ তথ্য সমৃদ্ধ হাদিসঃ সুনান আবি দাউদ ৪৩২১; সহীহ মুসলিম ২৯৩৭)

".....অতঃপর তিনি (ইসা) তাকে (দাঙ্গালকে) খুজবেন যতক্ষণ না তিনি তাকে (দাঙ্গালকে) লুডের দরজায় ধরে ফেলবেন এবং হত্যা করবেন।.....।" (সহীহ মুসলিম ২৯৩৭ক অনুরূপ তথ্য সমৃদ্ধ হাদিস জামি' আত-তিরমিযী ২২৪০; মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৭৫)

".....। তিনি (ইসা) তাকে (দাঙ্গালকে) লুডের পূর্ব দিকের গেটে ধরবেন এবং তাকে (দাঙ্গালকে) হত্যা করবেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

প্রচলিত ব্যাখ্যা মতে, ইসা ইবনে মরিয়ম দাঙ্গালকে ইসরায়েলের লুড শহরে দাঙ্গালকে ধরবেন এবং হত্যা করবেন অথচ ঐ অঞ্চলে কোন দরজাই নেই! অর্থাৎ লুড শহরের কোন দরজা নেই।

লুড স্থানটির তাৎপর্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বেশ কিছু হাদিস থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে উল্লেখ আছে যে দাঙ্গালকে হত্যা করা হবে বাব লুড নামক একটি স্থানে (সম্ভবত প্রাচীন লুড শহরের একটি গেটে বা দরজায়)।

ইবনে মুরাজ্জা কর্তৃক উদ্ধৃত একটি হাদিসে, যা অন্ততপক্ষে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের এবং জেরুজালেমের সালাম বিন কায়সারের পরিবারের মাধ্যমে বর্ণিত, উল্লেখ আছে: "আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, লুড গেট, যে সম্পর্কে নবী (সাঃ) বলেছেন - যেখানে ঈসা, মরিয়ম পুত্র, দাঙ্গালকে হত্যা করবেন, **সেটি রামলার নিকটবর্তী গির্জার গেট নয়**, বরং দাউদ (আঃ) এর মেহরাবের নিকটবর্তী পশ্চিম গেট, যা লুডের দরজা (বাব লুড) নামে পরিচিত।"

(Reference: Ibn al-Murajja, folio 79a-79b; Mujir, volume II (Beirut edition), page 56; quoting Ibn al-Murajja but without the isnad, he mentions only the last transmitter; Gil, Palestine page 64, no. 80 [=volume I, pages 53-54], quoting this tradition from Ibn al-Murajja; Livine, The Sanctity of Jerusalem, page 234.)

উপরের হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে, কেউ একজন বলেছিলো যে, দাঙ্গালকে ইসা রামলার নিকটবর্তী গির্জার গেটে হত্যা করবেন - যার বিরোধিতা করেছেন সালাম বিন কায়সারের পরিবারের কেউ একজন।

অনেক হাদিসে ইসার হাতে দাজ্জালের মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে লুডের গেটে, লুডের কাছে অথবা লুডের পূর্ব গেটের কাছে। উল্লেখ্য যে, পূর্বে উল্লিখিত জেরুজালেমের হাদিসে, বাব লুডকে রামলার নিকটবর্তী গির্জার গেট হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনাকারী কি লুডের সেন্ট জর্জের গির্জার কথা বলছেন?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে, যদিও এটা ভেবে অবাক হতে হয় যে তিনি গির্জাটির কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, এমনকি গির্জাটির স্থান হিসেবে লুডের কথাও বলেন নি।

জেরুজালেমের স্থানটিকে "বাব লুড" (লুডের গেট) হিসেবে চিহ্নিত করাটা বড়জোর অনুমাননির্ভর, কারণ বাব লুডে (লুডের গেটে) দাজ্জালকে হত্যার হাদিসগুলোতে কোনো গির্জার উল্লেখ নেই, বরং শুধু লুডের গেট বা লুডের নিকটবর্তী কোনো দরজা অথবা লুডের পূর্ব ফটকের কথা বলা হয়েছে। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুসলিম ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত আল-মুকাদাসি সেন্ট জর্জের গির্জাকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ গির্জা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, (এই বর্ণনায় সেন্ট জর্জ গির্জার) প্রবেশদ্বারে ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করার কথা ছিল।

তাহলে লুডের গেট কোনটি তা আমরা উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। তবে উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে আমরা এমন কিছু তথ্য পেয়েছি যে গুলোর ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহ করা জরুরী। এখন আমরা সেন্ট জর্জ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবো।

সেন্ট জর্জ (Saint George) যিনি লিড্ডার জর্জ (George of Lydda) নামেও পরিচিত। মৃত্যু ২৩ এপ্রিল ৩০৩ সাল, লিড্ডার জর্জ ছিলেন আদিকালের একজন খ্রিস্টান শহীদ যাকে খ্রিস্টধর্মে একজন সাধু (Saint) হিসেবে সম্মান (venerated) করা হয়। পবিত্র ঐতিহ্য (holy tradition) অনুসারে, তিনি রোমান সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন। ক্যাপাডোসিয়ান গ্রিক বংশোদ্ভূত, তিনি রোমান সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ানের প্রেইটোরিয়ান গার্ডের (Praetorian Guard) সদস্য হয়েছিলেন। ডায়োক্লেটিয়ানিক নিপীড়নের সময়, তিনি ইসা (আঃ) এর ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি খ্রিস্টান ধর্মের অন্যতম সম্মানিত সাধু (venerated saint), বীর এবং শ্রেষ্ঠ শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি পান। ক্রুসেডের পর থেকে (After Crusades), তিনি বিশেষত একজন সামরিক সাধু (saint) হিসেবে সম্মানিত হয়ে আসছেন। খ্রিস্টান, ড্রুজ এবং কিছু মুসলিম তাকে একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের শহীদ হিসেবে সম্মান করে।

সেন্ট জর্জ ছিলেন রোমান সেনাবাহিনীর প্রেইটোরিয়ান গার্ডের ((Praetorian Guard) সদস্য।

প্রেটোরিয়ান গার্ড ছিল রোমান সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর রাজকীয় রক্ষীবাহিনী, যা রোমান সম্রাটের জন্য দেহরক্ষী ইউনিট, প্রতি-গোয়েন্দা কার্যক্রম (counter-intelligence), জনতা নিয়ন্ত্রণ এবং সামরিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ সহ বিভিন্ন ভূমিকা পালন করত।

সেন্ট জর্জ, ইসা (আঃ) এর অনুসারীদের (খ্রিস্টানদের) উপর যখন পৈতৃলিকরা নির্যাতন করেছিল সেই মহা নির্যাতনে শহীদ হন। এটি ডায়োক্লেটিয়ানিক নিপীড়ন (Diocletianic Persecution) হিসেবে পরিচিত। পৈতৃলিক রোমান সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান (Diocletian) ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ৩০৩ সালে ইসা আঃ এর অনুসারীদের উপর অত্যাচার শুরু করে।

ডায়োক্লেটিয়ানিক নিপীড়ন বা মহা নিপীড়ন (Great Persecution) ছিল রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের উপর চালানো সর্বশেষ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ নিপীড়ন। ৩০৩ খ্রিস্টাব্দে, সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান, ম্যাক্সিমিয়ান, গ্যালেরিয়াস এবং কনস্টান্টিয়াস একাধিক অধ্যাদেশ জারি করে খ্রিস্টানদের আইনি অধিকার বাতিল করেন এবং তাদের প্রচলিত পৈতৃলিক ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার নির্দেশ দেন। পরবর্তী অধ্যাদেশগুলো যাজক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে জারি করা হয় এবং সার্বজনীন বলিদানের দাবি জানানো হয়, যেখানে সকল বাসিন্দাকে রোমান পৈতৃলিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদান করার আদেশ দেওয়া হয় (**ইহুদিদের এই আদেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল**)। সাম্রাজ্য জুড়ে এই নিপীড়নের তীব্রতা বিভিন্ন রকম ছিল—গল এবং ব্রিটেনে এটি সবচেয়ে দুর্বল ছিল, যেখানে কেবল প্রথম অধ্যাদেশটি প্রয়োগ করা হয়েছিল, এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে এই আইন সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। সম্রাট কনস্টান্টাইনের (৩০৬-৩৩৭ সাল) শাসনকাল এবং ৩১৩ সালে সম্রাট কনস্টান্টাইন ও লিসিনিয়াসের মিলানের অধ্যাদেশের (Edict of Milan in 313) মাধ্যমে এই নিপীড়নের সমাপ্তি ঘটে।

খেয়াল করে দেখুন। পৈতৃলিক এবং ইহুদিদের জোট আরও ২০০০ হাজার বছর আগে থেকেই কার্যকর ছিল। রোমান পৈতৃলিক সম্রাটরা শুধু ইসা আঃ এর অনুসারীদের জন্য আইন করেছিল যে, তাদেরকে রোমান পৈতৃলিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোরবানি করতে হবে এবং প্রচলিত পৈতৃলিক ধর্ম মেনে চলতে হবে কিন্তু ইহুদিদের তারা এই রকম কোন নির্দেশ দেয় নি। এই কথা আমি বলছি না - এটি একটি প্রমানিত ইতিহাস।

এই কথা মোদীও বলেছেন ২০২৬ সালে তার ইসরায়েল ভ্রমণে। ইসরায়েলের পার্লামেন্টে বক্তব্যে মোদী বলেন, “মাননীয় সদস্যবৃন্দ, ভারতে ইসরায়েলের সংকল্প, সাহস এবং কৃতিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। **আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের অনেক আগে থেকেই, আমরা দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম।** এস্টার পুস্তকে ভারতকে ‘হোদু’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তালমুদে প্রাচীনকালে ভারতের সাথে বাণিজ্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে।” (In 2026, Indian Prime Minister Modi said at the Israeli Parliament: “Hon’ble Members, In India, there is great admiration for Israel’s resolve, courage, and achievements. **Long before we related to each other as modern States, we were linked by ties that go back more than two thousand years.** The Book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times.”)

হিন্দু ধর্ম হচ্ছে পৈতৃলিক ধর্ম (মূর্তি পূজা, অগ্নি পূজা) যা ছিল ইসার অনুসারীদের উপর নির্যাতনকারী রোমানদেরও ধর্ম।

সত্য পথের পথিক ছিলেন সেন্ট জর্জ। এই কথা জ্ঞানী মুসলিমরাও মানেন। তিনি একজন শহীদ ছিলেন। তিনি যে ইসার (আঃ) শিক্ষার উপর অটল ছিলেন তার প্রমাণ হচ্ছে তিনি পৈতৃলিকদের কঠোর নির্যাতনেও ইসার ধর্ম ছেড়ে যান নি। তার মত নির্যাতন খুব কম বিশ্বাসীকেই সহ্য করতে হয়েছে। ৩০৩ সালে ইসা (আঃ) এর ধর্মে তেমন কোন বিভ্রান্তি ঢুকতে পারেনি বলেই মনে করি। যখন পৈতৃলিকরা ইসার অনুসারীদের উপর নির্যাতন শুরু করল, ব্যাপক হারে তাদের ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে দিলো, গির্জা ভেঙ্গে ফেলল, পুরোহিতদের নির্যাতন এবং হত্যা শুরু করল তখন খ্রিস্টানরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেলো, তাদের মধ্যে ইসার ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য দেখা দিলো। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, সবাই নির্যাতন সহ্য করে সঠিক পথে থাকতে পারে না। এখন মুসলিম আলেমরা বলবেন যে, সেন্ট জর্জ মুসলিম ছিলেন আর খ্রিস্টান পুরোহিতরা বলবেন যে, সেন্ট জর্জ খ্রিস্টান ছিলেন। আমি বলি, সেন্ট জর্জ সত্য পথের পথিক ছিলেন। তিনি ন্যায়নীতি এবং সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন।

সত্যের জন্য তিনি জীবন দিয়েছিলেন। একই কথা আমি সম্রাট কনস্টান্টাইন সম্পর্কেও বলব। সম্রাট কনস্টান্টাইনও সত্য পথের পথিক ছিলেন যাকে কোরআনে আল্লাহ 'জুলকারনাইন' বলে অভিহিত করেছেন।

৩০৩ সালের ডায়োক্লেসিয়ানিক নিপীড়ন খ্রিস্টান সামরিক সেন্টদের সাথে সম্পর্কিত কারণ তা পৈতৃলিক রোমান সেনাবাহিনীর পেশাদার সৈন্যদের মধ্যে থাকা খ্রিস্টানদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছিলো এজন্য এই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

ডোনাল্ড অ্যাটওয়ারের মতে,

"সেন্ট জর্জের জীবন সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ টিকে থাকেনি, ... প্রাচীনকাল থেকেই সৈনিক সেন্ট হিসেবে সেন্ট জর্জের প্রতি ব্যাপক শ্রদ্ধার কেন্দ্র ছিল প্যালেস্টাইনের ডায়োসপোলিসে, যা এখন **লিড্ডা** নামে প্রচলিত। সেন্ট জর্জ সম্ভবত সেখানেই, তৃতীয় শতাব্দীর শেষে বা চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে শহীদ হয়েছিলেন; তাঁর সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গতভাবে এটুকুই অনুমান করা যায়"।

লিড্ডা (Lydda) শহরের বর্তমান নাম হচ্ছে লুড শহর যা ইসরায়েলে অবস্থিত। তাহলে বর্তমানে সেন্ট জর্জের নাম কি হবে? লুডের সেন্ট জর্জ (George of Lod)। আর এই লুডের গেটে দাঙ্গালকে ইসা ইবনে মরিয়ম হত্যা করবেন – এই কথাই কি মুহাম্মাদ সাঃ বলেন নি? জি, তিনি তাই বলেছেন।

পোপ প্রথম গেলাসিয়াস (Pope Gelasius I) ৪৯৪ সালে বলেছিলেন যে, জর্জ সেইসব সেন্টদের (সাধুদের) মধ্যে একজন, "যাঁদের নাম মানুষের কাছে যথাযথভাবে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু যাঁদের কার্যকলাপ কেবল God-ই জানেন"।

সেন্ট জর্জ এবং ড্রাগন (Saint George and the Dragon): সেন্ট জর্জ ও ড্রাগন হলো একটি কিংবদন্তী, যেখানে সেন্ট জর্জ—খ্রিস্টধর্ম ও ড্রুজদের মধ্যে সম্মানিত একজন সৈনিক— যিনি একটি ড্রাগনকে পরাজিত করেন। গল্পটি হলো, ড্রাগনটি প্রথমে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করত। যখন ড্রাগনের জন্য তাদের গবাদি পশু ও অলঙ্কার ফুরিয়ে গেল, তখন তারা দিনে একজন করে মানুষ উৎসর্গ করতে শুরু করল। একদিন, স্বয়ং রাজকন্যাকেই পরবর্তী উৎসর্গ হিসেবে বেছে নেওয়া হলো। রাজকন্যা যখন ড্রাগনের গুহার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন সেন্ট জর্জ তাকে দেখতে পান এবং জিজ্ঞাসা করেন তিনি কেন কাঁদছেন। রাজকন্যা সেন্ট জর্জকে ড্রাগনের অত্যাচারের কথা বলেন এবং তাকেও হত্যা করা হতে পারে এই ভয়ে অবিলম্বে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সেন্ট জর্জ পালাতে অস্বীকার করেন, তিনি ড্রাগনটিকে হত্যা করেন এবং রাজকন্যাকে উদ্ধার করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীনতম উৎসগুলিতে এই আখ্যানটি সর্বপ্রথম ক্যাপাডোসিয়ায় স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'গোল্ডেন লেজেন্ড'-এ এটি লিবিয়ায় স্থানান্তরিত হয়।

এই কাহিনীটির উৎস প্রাক-খ্রিস্টীয় (জেসন ও মেডিয়া, পার্সিউস ও অ্যান্ড্রোমেডা, টাইফন, ইত্যাদি / Jason and Medea, Perseus and Andromeda, Typhon, etc), এবং বিশেষভাবে সেন্ট জর্জের ব্যাপারে এই কাহিনীটি আরোপিত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সেন্টদের (সাধুদের) জীবনীতে এটি লিপিবদ্ধ ছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে এই কাহিনীটি বিশেষত সেন্ট থিওডোর টাইরোর (Saint Theodore Tiro) প্রতি আরোপিত ছিল এবং কাহিনীটি

একাদশ শতাব্দীতে সর্ব প্রথম সেন্ট জর্জের প্রতি স্থানান্তরিত হয়। সেন্ট জর্জের ড্রাগন বধের প্রাচীনতম জ্ঞাত রেকর্ডটি একাদশ শতাব্দীর একটি জর্জিয়ান গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বহু নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ বলেছেন, সেন্ট জর্জের ড্রাগনকে হত্যার কাহিনীটি প্রাচীন গ্রীক পৈত্তলিক কাহিনী অ্যান্ড্রোমেডাকে উদ্ধারের ঘটনা থেকে প্রভাবিত। অ্যান্ড্রোমেডাকে উদ্ধারের ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

গ্রিক পৈত্তলিক কাহিনী অনুসারে, অ্যান্ড্রোমেডা হলেন ইথিওপিয়া রাজ্যের রাজা ও রানী সেফিয়াস (Cepheus) এবং ক্যাসোপেইয়ার (Cassiopeia) কন্যা। তার মা ক্যাসোপেইয়া নির্বোধের মতো দস্ত করে বলেন যে তিনি নেরেইডদের (Nereids) চেয়েও বেশি সুন্দরী। গ্রীক পৈত্তলিক কাহিনী মতে, একজন মানুষের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দেবতাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। রানীর এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে, গ্রীক ধর্মের দেবতা পসেইডন (Poseidon) রাজ্যের উপকূল প্লাবিত করেন এবং সেখানকার বাসিন্দাদের ধ্বংস করার জন্য সিটাস (Cetus) নামক ড্রাগন আকৃতির এক সামুদ্রিক দানব পাঠান। হতাশ হয়ে রাজা সেফিয়াস অ্যামনের দৈববাণীর (oracle of Ammon) পরামর্শ নেন, যিনি ঘোষণা করেন যে রাজা তার কন্যা অ্যান্ড্রোমেডাকে দানবটির কাছে বলি না দেওয়া পর্যন্ত কোনো পরিত্রাণ নেই। তাই রাজকন্যাকে বিবস্ত্র করে সমুদ্রের ধারে জাফায় একটি পাথরের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তার মৃত্যুর অপেক্ষায়। ঠিক সেই সময়ে পার্সিয়াস তার ডানাওয়ালা পাদুকায় অথবা ডানাওয়ালা ঘোড়া পেগাসাসের পিঠে চড়ে ইথিওপিয়ার উপকূলের কাছ দিয়ে উড়ছিলেন; তিনি গর্গন মেডুসাকে (Gorgon Medusa) বধ করে তার কাটা মাথা বহন করছিলেন, গর্গন মেডুসার ছিন্ন মাথা যে-ই দেখত সে সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পরিণত হত। পাথরের সাথে বাঁধা অ্যান্ড্রোমেডাকে দেখে পার্সিয়াস তার প্রেমে পড়ে যায় এবং তাকে বাঁচাতে পারলে রাজা সেফিয়াসের কাছ থেকে রাজকন্যা অ্যান্ড্রোমেডাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়। গর্গন মেডুসার মাথার মাধ্যমে পার্সিয়াস ড্রাগন আকৃতির দানবটিকে হত্যা করে অ্যান্ড্রোমেডাকে বাঁচায়। এরপর তাদের বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হয়, যদিও অ্যান্ড্রোমেডার সাথে তার চাচা ফিনিয়াসের আগে থেকেই বাগদান হয়েছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একটি ঝগড়াতে পার্সিয়াস, ফিনিয়াস এবং তার মিত্রদের মেডুসার মাথা দেখায়, যা তাদের পাথরে পরিণত করে।

অ্যান্ড্রোমেডা তার স্বামীকে অনুসরণ করে তার জন্মভূমি সেরাফোস দ্বীপে চলে যায়।

'মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইয়ে আমি আপনাদের বলেছিলাম বর্তমানের বিজ্ঞানের শিকড় হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক পৈত্তলিকতা। বিজ্ঞানীরা মিল্কিওয়ে গালাক্সীর (The Milky Way galaxy) নাম রেখেছে গ্রীক পৈত্তলিক কাহিনী থেকে। গ্রীক কাহিনী মতে, তাদের দেবী হেরা শিশু হেরাক্লিসকে স্তন্যপান করানোর সময় তাঁর দুধ আকাশজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পৈত্তলিক রোমানরা এই ধারণাটি গ্রহণ করে এবং এর নাম দেয় ভিয়া লাক্টিয়া (Via Lactea), যার অর্থ 'দুগ্ধময় পথ' (milky way) বা 'দুধের রাস্তা' (road of milk)। ইংরেজি 'galaxy'- শব্দটিও দুধের গ্রিক মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা আকাশগঙ্গা বা মিল্কি ওয়ের দৃশ্যগত সাদৃশ্যকে প্রতিফলিত করে, যা ছিটকে পড়া তরল পদার্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন।

বিজ্ঞানীরা আরেকটি গালাক্সীর নাম রেখেছেন 'অ্যান্ড্রোমেডা' (The Andromeda). গ্রীক পৈত্তলিক কাহিনীতে গ্রীক দেবী অ্যান্ড্রোমেডার কাহিনীতো এতক্ষণ আপনারা শুনলেনই। বিজ্ঞানীরা বলছেন আগামী ১০ বিলিয়ন বছরের মধ্যে মিল্কিওয়ে গালাক্সী এবং অ্যান্ড্রোমেডার মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে এমন সম্ভাবনা নাকি ৫০%। কত কল্প কাহিনী যে বিজ্ঞানীরা আমাদের শুনাবে! আসল কথা হচ্ছে, ১৪৫৩ সালে সম্রাট কনস্টান্টাইনের (জুলকারনাইনের) প্রাচীর (ওয়াল অফ কনস্টান্টিনোপল) ভেঙ্গে পড়ার পর পৃথিবীতে গ্রীক প্রাচীনতা, গ্রীক পৈত্তলিকতা প্রবল ভাবে ফিরে এসেছে। এই সময়ে খ্রিস্টান বিশ্বাসকে, গির্জাকে ধ্বংস করা হয়েছে, মুসলিমদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করা হয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে। অর্থাৎ খ্রিস্টান

বিশ্বাসকে, মুসলিম বিশ্বাসকে সরিয়ে তার জায়গায় নাস্তিকতা, ইহুদীবাদ, হিন্দুত্ববাদকে (পৈতৃলিকতাকে) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যার চূড়ান্ত রূপ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমেরিকা, ইউরোপের রাস্তায়, টিভিতে ইসাকে নিয়ে কৌতুক করা হচ্ছে, ব্যঙ্গ করা হচ্ছে কিন্তু কেউই তাদেরকে কিছু বলছে না, কোনো প্রতিবাদ করা হচ্ছে না। নাস্তিকতায় পৃথিবী ছেয়ে গেছে।

মূল আলোচনায় ফিরে আসি। ১৯১১ সালের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা - স্কটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ জি. এ. স্মিথের (G. A. Smith) 'হিস্টোরিক জিওগ্রাফি অফ দ্য হোলি ল্যান্ড' (১৮৯৪) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে যা এই ধারণা দেয় যে: "যে সব মুসলিম সাধারণত সেন্ট জর্জকে নবী এলিয়াহর (prophet Elijah / নবী ইলিয়াস আঃ) বলে মনে করেন, তারা লিড্ডায় (লুডে) তাঁর কিংবদন্তিকে স্বয়ং ইসার কিংবদন্তির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। তারা খ্রিষ্টশত্রুকে (Anti Christ) দাজ্জাল নামে ডাকেন এবং তাদের একটি ঐতিহ্য আছে যে, ইসা লিড্ডার (লুডের) দরজার কাছে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এই ধারণাটি লিড্ডা (লুডের) গির্জার জর্জ ও ড্রাগনের (Dragon) একটি প্রাচীন ভাস্কর্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু 'ন' (n) এবং 'ল' (L) অক্ষরের মধ্যে একটি সাধারণ বিভ্রান্তির কারণে দাজ্জাল শব্দটি 'ডাগন (Dagon)' থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

*** তাহলে শব্দ দুটি এরূপ দাড়ায়: 'Daggan' এবং 'Daggal' বা 'Dagan' এবং 'Dagal'.**

স্কটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ জি. এ. স্মিথ আরও বলেন, "Dagon শব্দটি আজও দুটি প্রতিবেশী গ্রাম বহন করে, এবং লিড্ডার (লুডের) একটি ফটককে(দরজাকে) একসময় 'ডাগনের ফটক' (Gate of Dagon) বলা হতো।"

এই সকল কথার মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যাবে মুহাম্মাদ সাঃ এর একটি হাদিসে।

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একবার আল্লাহর রাসূল (সাঃ) লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন, যথাযথভাবে আল্লাহর মহিমা ও প্রশংসা করলেন এবং তারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে তার (অর্থাৎ দাজ্জালের) ব্যাপারে সতর্ক করছি। **এমন কোনো নবী ছিলেন না যিনি তাঁর উম্মতকে তার (দাজ্জালের) ব্যাপারে সতর্ক করেন নি।** নিঃসন্দেহে নূহ (আঃ) তাঁর উম্মতকে তার (দাজ্জালের) ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলছি যা আমার পূর্বে কোনো নবী তাঁর উম্মতকে বলেননি। তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, তার এক চোখ ক্রটিযুক্ত, আর আল্লাহ ক্রটিযুক্ত নন।" (সহীহ আল-বুখারী ৩৩৩৭)

প্রত্যেক নবী তার উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। দাজ্জাল কারো নাম নয়। এটি হচ্ছে একটি উপাধি, পদবী, টাইটেল বা পদের নাম। যেহেতু একেক নবীর ভাষা একেক রকম ছিল এবং তারা বিভিন্ন জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন যাদের ভাষা বিভিন্ন রকম ছিল - তাই এমন হতে পারে যে, 'দাজ্জাল' শব্দটি অন্য ভাষায় অন্য রকম ছিল। যেমনঃ আরামিক (Aramaic) ভাষার একটি উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা সিরিয়াকে দাজ্জাল শব্দটি হচ্ছে, "daggāl".

আরবী দাজ্জাল শব্দটির মূল বা রুট (Root) শব্দ হচ্ছে আরবি মূল ((d-j-l)): এই মূলটির অর্থ হলো "মিথ্যা বলা," "প্রতারণা করা," বা "লেপন করা" (যেমন উটের ক্রটি লুকানোর জন্য তার গায়ে আলকাতরা মাখানো)।

Hebrew Cognate (דגל / ((d-g-l)): হিব্রু সমগোত্রীয় শব্দ (דגל / ((d-g-l)): হিব্রু ভাষায়, একই মূল থেকে 'দেগেল' (דגל) শব্দটি গঠিত হয়, যার অর্থ "পতাকা" বা "ব্যানার"। প্রাচীনকালে, কোনো কিছু ঢেকে রাখতে বা কোনো চিহ্ন প্রদর্শন করতে পতাকা ব্যবহৃত হতো, যা আবরণ এবং প্রতারণার ধারণাকে সংযুক্ত করে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, দাজ্জালকে 'প্রতারক' বলা হয়ে থাকে।

নবী মুহাম্মাদের সাঃ প্রতিটি কথা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, দাজ্জাল সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন তার মধ্যে দাজ্জালের এক চোখ ত্রুটিযুক্ত হবার বিষয়টি - তিনি ছাড়া অন্য কোন নবী তার উস্মতকে বলেন নি। সুতরাং, এই তথ্যটি ছাড়া মুহাম্মাদ (সাঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছেন তা হয়তো উনার পূর্বে আসা অন্য নবীরাও বলেছেন। বিশেষ করে ইসা ইবনে মরিয়ম যে দাজ্জালকে লিড্ডার (লুডের) গেটে দাজ্জালকে হত্যা করবেন তা হয়তো ইসা ইবনে মরিয়মও বলেছিলেন।

স্কটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ জি. এ. স্মিথ (G. A. Smith) যে বলেছেন, "তারা (মুসলিমরা) খ্রিষ্টশত্রুকে (Anti Christ) দাজ্জাল নামে ডাকেন এবং তাদের একটি ঐতিহ্য আছে যে, ইসা লিড্ডার (লুডের) দরজার কাছে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এই ধারণাটি লিড্ডা (লুডের) গির্জার জর্জ ও ড্রাগনের (Dragon) একটি প্রাচীন ভাস্কর্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু 'ন' (n) এবং 'ল' (l) অক্ষরের মধ্যে একটি সাধারণ বিভ্রান্তির কারণে দাজ্জাল শব্দটি 'ডাগন (Dagon)' থেকে উদ্ভূত হতে পারে, যার নাম আজও দুটি প্রতিবেশী গ্রাম বহন করে, এবং লিড্ডার (লুডের) একটি ফটককে(দরজাকে) একসময় 'ডাগনের ফটক' (Gate of Dagon) বলা হতো।"

স্কটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ জি. এ. স্মিথ সম্ভবত "সহীহ আল-বুখারী ৩৩৩৭" নাম্বার হাদিসটি জানতেন না। মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রথম নবী যিনি দাজ্জাল সম্পর্কে মানুষকে বলেছেন। মুহাম্মাদের (সাঃ) আগের সকল নবী দাজ্জাল সম্পর্কে তার উস্মতকে সতর্ক করেছেন অর্থাৎ দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন। অর্থাৎ Dagon শব্দ থেকে দাজ্জাল শব্দটি আসার প্রয়োজন নেই। ইসা ইবনে মরিয়ম নিশ্চিতভাবেই তার অনুসারীদের দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন। সুতরাং, মুহাম্মাদ (সাঃ) পৃথিবীতে আসার পূর্বেই লিড্ডার (লুডের) একটি দরজাকে 'ডাগনের ফটক' (Gate of Dagon) বলা হয়ে থাকলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। মুহাম্মাদ সাঃ তার পূর্বে আসা, ইসা সহ, সকল নবীর দেয়া তথ্যকে স্বীকার করতেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসার অনুসারীরা জানতেন যে, দাজ্জালকে ইসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) লিড্ডার (লুডের) দরজায় হত্যা করবেন। যেহেতু সেন্ট জর্জের মায়ের বাড়ি ছিল লিড্ডায় (লুডে) এবং সেন্ট জর্জকে লিড্ডায় (লুডে) কবর দেয়া হয়েছিল এজন্যই হয়তো উনাকে লিড্ডার সেন্ট জর্জ বলা হয়। বর্তমানে উনাকে হয়তো লুডের সেন্ট জর্জ নামে ডাকা হত যেহেতু লিড্ডার নাম পরিবর্তন করে লুড করা হয়েছে। ইসার (আঃ) দেয়া তথ্যের সাথে মুহাম্মাদের (সাঃ) তথ্য শতভাগ মিলে যাচ্ছে।

সেন্ট জর্জের ড্রাগন হত্যার কাহিনীটি প্রথম আলোচনায় আসে একাদশ শতাব্দীতে অথচ সেন্ট জর্জ নিহত হন ৩০৩ সালে, বুঝা যাচ্ছে কাহিনীটির গ্রহণযোগ্যতা নেই কারণ যদি ঘটনাটি সত্য হত তাহলে একাদশ শতাব্দীর পূর্বের কোন সূত্র থেকেও উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জানা যেতো।

আমার এত আলোচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে এটা বুঝানো যে, যখন পৈত্তলিকদের সাথে ইহুদীদের জোট হবে তখন খ্রিস্টানদের উপর এবং মুসলিমদের উপর কঠিন নির্যাতন নেমে আসবে এবং পৃথিবীতে ভয়াবহ কিছু ঘটার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হবে। মোদী হচ্ছেন ভারতের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি ইসরায়েল ভ্রমণ করেছেন, ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে চরমপন্থী হিন্দু এবং চরমপন্থী ইহুদীদের জোট হয়ে গেছে যেটা ৩০০ সালের দিকে হয়েছিল। তখন রোমান পৈত্তলিকরা ইহুদীদের কিছু বলে নি, কোন অত্যাচার করেনি কিন্তু তারা ইসার অনুসারীদের উপর নির্যাতন করেছিল। এখন মোদী (বিজেপি, শিবসেনা, RSS) এবং ইসরায়েল সত্য পথের পথিকদের উপর নির্যাতন করছে। মোদী ভারতে মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন করছে অন্যদিকে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে, ইসরায়েলের

কারণে লেবাননের খ্রিস্টানরাও নির্যাতিত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইহুদী এবং পৈত্তলিকদের (হিন্দুদের) এই জোট এমন ফাঁদ পাতবে যা খ্রিস্টান বা মুসলিমরা সহজে ধরতে পারবে না।

আমার আলোচনা থেকে এটাও পরিষ্কার যে ইসার মেসেজ এবং মুহাম্মাদের সাঃ মেসেজ একই মেসেজ এবং বিভিন্ন বিষয়ে উনারা একই বার্তা দিয়েছেন। পার্থক্য হচ্ছে আমাদের মধ্যে - আমাদের মধ্যে কেউ ইসাকে আল্লাহ এর পুত্র বলে বিশ্বাস করেন আর কেউ ইসাকে আল্লাহ এর রসুল (দূত) বলে বিশ্বাস করেন। এই পার্থক্য থাকার পরেও এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, খ্রিস্টানরা মুসলিমদের সবচেয়ে কাছের। আমি বিশ্বাস করি, লিড্ডার জর্জ আমার একজন ভাই। আল্লাহ উনাকে জান্নাত দিবেন আশা করি। আল্লাহ চাইলে, আমার ভাই লিড্ডার জর্জের সাথে আমার জান্নাতে দেখা হবে।

ব্রিটিশ এম্পায়ার

বর্তমান 'সার্বভৌম', রাজা তৃতীয় চার্লস, ২০২২ সালে প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) কর্তৃক (তাঁর পক্ষে) নিম্নলিখিত রীতিতে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন বলে ঘোষিত হন:

"ঈশ্বরের কৃপায় গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সংযুক্ত রাজ্য এবং তাঁর অন্যান্য রাজ্য ও ভূখণ্ডের রাজা, কমনওয়েলথের প্রধান এবং বিশ্বাসের রক্ষক তৃতীয় চার্লস"।

(Charles the Third, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of His other Realms and Territories, King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.)

১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় এলিজাবেথের ঘোষণাপত্রটি ছিল: "ঈশ্বরের কৃপায় গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সংযুক্ত রাজ্য এবং তাঁর অন্যান্য রাজ্য ও অঞ্চলসমূহের রাজা, কমনওয়েলথের প্রধান, বিশ্বাসের রক্ষক দ্বিতীয় এলিজাবেথ"।

ব্রিটেনের বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লসের সিংহাসন আরোহণের রীতি খেয়াল করুন। উপরোক্ত ঘোষণায় বলা হচ্ছে, রাজা তৃতীয় চার্লস ইউনাইটেড কিংডমের রাজা এবং অন্য রিলামস (Realms) এবং ভূখণ্ডেরও রাজা এবং কমনওয়েলথের প্রধান এবং তিনি বিশ্বাসের রক্ষক! না না রকম পদবীর অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করে একজন রাজাকে সিংহাসনে আরোহণ করানো হচ্ছে। এর কারণ খুঁজতে হলে আমাদের কিছু বিষয় বুঝতে হবে।

১) ব্রিটিশ এম্পায়ার বা British monarch থেকে বর্তমান ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের রাজা আসবে। রাজাই হবেন সামরিক বাহিনীর প্রধান। এছাড়া আরও কিছু কাজ রাজা করবেন; যেমনঃ পক্ষপাতবিহীনভাবে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেয়া। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানও হচ্ছেন রাজা।

২) ব্রিটিশ এম্পায়ার বা British monarch এর রাজা বিভিন্ন রিলামসের (Realms) রাজা হবেন। রিলামস (Realms) কি? Realms বা রাজ্য হলো এমন একটি সম্প্রদায় বা ভূখণ্ড যার উপর একজন সার্বভৌম শাসক থাকেন। এই পরিভাষাটি সাধারণত যেকোনো 'কমনওয়েলথ রাজ্য'(Commonwealth realms) বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, যেগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্য, যেখানে একই ব্যক্তি রাজা বা রানী হিসেবে থাকেন, কিন্তু প্রতিটি রাজ্যই পূর্ণ 'সার্বভৌম'। যেমনঃ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইত্যাদি রাষ্ট্র হচ্ছে 'কমনওয়েলথ রাজ্য'(Commonwealth realms) যেখানে ব্রিটিশ এম্পায়ার বা British monarch এর রাজা বা রানীই উক্ত রাষ্ট্রগুলোর রাজা বা রানী হিসেবে থাকবেন; বর্তমানে কিং চার্লস (Charles III)। বর্তমানে, কিং চার্লস ১৪টি 'কমনওয়েলথ

রাজ্যের'(Commonwealth realms) রাজ্য কিন্তু এই রাজ্যগুলো আবার 'পূর্ণ সার্বভৌম'। এই ধরনের রাজ্যের মধ্যে অন্যতম কিছু রাজ্য: যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, জ্যামাইকা, বাহামাস, ইত্যাদি।

৩) ব্রিটিশ এম্পায়ার বা British monarch এর রাজ্য কিছু ভূখণ্ডেরও (Territories) রাজ্য। যেমন: Bermuda, The British Virgin Islands, The Falkland Islands, ইত্যাদি।

৪) ব্রিটিশ এম্পায়ার বা British monarch এর রাজ্য কমনওয়েলথেরও প্রধান (Head of the Commonwealth). কমনওয়েলথের প্রধান সব সময় ব্রিটিশ এম্পায়ার বা British monarch এর রাজ্য হবেন - বর্তমানে কিং চার্লস। বর্তমানে বাংলাদেশসহ ৫৬টি রাষ্ট্র কমনওয়েলথের সদস্য।

কমনওয়েলথের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, সাম্রাজ্যের উপনিবেশমুক্তির মাধ্যমে এর অঞ্চলগুলির বর্ধিত স্বায়ত্তশাসনের ফলে। এটি ১৯২৬ সালের ইম্পেরিয়াল কনফারেন্সে বালফোর ঘোষণার (Balfour Declaration 1926) মাধ্যমে 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস' তৈরি হয়েছিল, এবং উক্ত ঘোষণা ১৯৩১ সালে যুক্তরাজ্য কর্তৃক 'স্ট্যাটিউট অফ ওয়েস্টমিনস্টারের' (Statute of Westminster 1931) মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৪৯ সালে, লন্ডন ঘোষণা (London Declaration 1949) ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র (রিপাবলিক) হিসাবে কমনওয়েলথে থাকার অনুমতি দেয় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য দেশগুলিও এতে যোগ দেয়।

কমনওয়েলথ নাগরিকরা কিছু সদস্য দেশে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে, বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করেন এবং কমনওয়েলথ দেশগুলো দূতাবাসের পরিবর্তে হাই কমিশনের মাধ্যমে একে অপরের কাছে প্রতিনিধিত্ব করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একে অপরের প্রতি কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই, যদিও দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, বিচারিক এবং সামরিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। কমনওয়েলথ সনদ তাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের মতো অভিন্ন মূল্যবোধকে সংজ্ঞায়িত করে, যা চতুর্বার্ষিক কমনওয়েলথ গেমসের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। 'কমনওয়েলথ রাজ্য' গুলোও (Commonwealth realms) এই কমনওয়েলথের সদস্য।

অর্থাৎ কমনওয়েলথে ব্রিটিশ এম্পায়ারের দুই ধরনের রাজ্য আছে: রিপাবলিক রাজ্য এবং 'কমনওয়েলথ রাজ্য'(Commonwealth realms)। আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন এটা ভেবে যে, স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে আমি কেনো ব্রিটিশ এম্পায়ারের 'রাজ্য' হিসেবে অভিহিত করছি? ব্রিটিশ এম্পায়ার থেকে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পাকিস্তান ইত্যাদি ভূখণ্ডগুলো যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়নি। ব্রিটিশ এম্পায়ার তাদেরকে স্বাধীনতা এবং তথাকথিত 'সার্বভৌমত্ব' দিয়েছে বিভিন্ন অধ্যাদেশ এবং আইন পাস করে কিন্তু তারা এখনো বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ এম্পায়ারের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত আছে। এই স্বাধীনতা, 'সার্বভৌমত্ব' এবং সম্পর্ক ব্রিটিশ এম্পায়ারের আইন এবং সম্মতিক্রমেই হয়েছে। যেমন: ১৮৬৭ সালে যখন কানাডা প্রথম "ডমিনিয়ন" (dominion) হয়ে ওঠে: এই রাজ্যগুলিতে রাজ্য হিসেবে একই ব্যক্তিকে গ্রহণ করার ধারণাটি ছিল: একটি বৃহত্তর স্ব-শাসিত জাতি (self-governing nation) অথচ তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ ছিল। অস্ট্রেলিয়া (১৯০১) এবং নিউজিল্যান্ড (১৯০৭) কানাডাকে অনুসরণ করে। ১৯২০-এর দশকে "ডমিনিয়নগুলো" (dominion) ক্রমবর্ধমান হারে স্বাধীনতার দিকে হাটতে শুরু করে, ১৯২৬ সালের বেলফোর ঘোষণাটি (Balfour Declaration) 'কমনওয়েলথ অফ নেশনস' প্রতিষ্ঠা করে এবং জাতিগুলিকে (রাষ্ট্রগুলোকে) "মর্যাদায় সমান ... যদিও ক্রাউনের প্রতি সাধারণ আনুগত্য দ্বারা একত্রিত" বলে বিবেচিত করে। ওয়েস্টমিনস্টারের ১৯৩১ (Westminster 1931) সালের সংবিধি আরও অনেক শর্ত নির্ধারণ করেছে; যেমন: রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে; এবং ব্রিটিশ এম্পায়ারের রাজার সাথে তাদের রাজ্যের সীমানা ভাগাভাগি, একটি কনভেনশনও আনা হয় - যাতে কোনও একটি দেশে উত্তরাধিকারের বা সরকারের যে কোনও পরিবর্তন হলে অন্য সকল রাজ্য দ্বারা স্বৈচ্ছায় অনুমোদিত হতে হবে। ১৯৪৯ সালে ভারত একটি রিপাবলিক রাজ্য হিসেবে কমনওয়েলথের সদস্য

হিসেবে থেকে যায়। এখন কমনওয়েলথে এই রকম প্রচুর রাজ্য রয়েছে যারা রিপাবলিক। **এই রাজ্যগুলো রাজমুকুটের (The Crown) প্রতি সাধারণ আনুগত্য দ্বারা একত্রিত" বলে বিবেচিত হচ্ছে।** তাহলে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলো কিভাবে ব্রিটিশ এম্পায়ার থেকে মুক্ত হল – যখন তারা ব্রিটিশ এম্পায়ারের রাজমুকুটের (রাজা- রানীর ক্ষমতার) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে?

তাহলে, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াল? ধরুন, আপনার ১০ জন ক্রীতদাস আছে। এত দিন আপনি তাদের জন্য আইন নির্ধারণ করে দিতেন – তারা কখন খাবে, কখন ঘুমাবে, তাদের ঘরের কোথায় কি রাখবে। ইত্যাদি। এখন আপনি দেখলেন, ওরা নিজেরা এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। সুতরাং আপনি তাদের জন্য আইন করে দিলেন যে, এখন থেকে তারা নিজেদের ব্যাপারে নিজেরা সিদ্ধান্ত (Self governing) নিতে পারবে। তাদের ঘরের সীমানাও আপনিই নির্ধারণ করে দিলেন। তবে তাদেরকে কিছু জিনিস মানতে হবে; যেমনঃ গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের মতো অভিন্ন মূল্যবোধ তাদেরকে মানতে হবে। আপনার ক্রীতদাসগুলো কি আপনাকে তাদের মনিব হিসেবে অস্বীকার করেছে? না, করে নি। তারা আপনার কাছে কিছু সুযোগ-সুবিধা চেয়েছিল যা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। ব্রিটিশ এম্পায়ার এই ব্যাপারটাই করেছে তার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সাথে - যদিও আপনি এখন স্বাধীন রাজ্য তারপরও আপনি ব্রিটিশ এম্পায়ারের অধীনে আছেন কারণ কমনওয়েলথের প্রধান সর্বদাই হবেন ব্রিটিশ এম্পায়ারের রাজা। পার্থক্য হচ্ছে আপনার উপরে ব্রিটিশ এম্পায়ারের প্রভাব ১৮৯০ সালে যা ছিল তার চেয়ে এখন অনেক কমে গেছে। স্বশাসিত, তথাকথিত স্বাধীনতা এবং তথাকথিত 'সার্বভৌমত্ব'! কিন্তু আপনি যদি বলেন আমি গণতন্ত্র দিয়ে আমার রাজ্য পরিচালনা না করে - 'সমাজতন্ত্র' দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করবো তাহলে আপনাকে কমনওয়েলে রাখা হবে কি?

যুক্তরাজ্য সরকার রাজতন্ত্রকে "একটি অনন্য নরম শক্তি (soft power) এবং কূটনৈতিক সম্পদ (diplomatic asset)" বলে অভিহিত করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে কূটনৈতিক শক্তির চেয়ে বেশী শক্তিশালী কোনো শক্তি আছে কি? যদি কিং চার্লস বলেন, "ভারতে মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের জাতিগত নিধন (Ethnic cleansing) চলছে" - তাহলে মোদীর দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যাবে। যদি ইংল্যান্ডের সরকার একই কথা বলে তাহলে ভারত সরকার প্রতিবাদ করবে কিন্তু কিং চার্লসের কথার প্রতিবাদ করার কোনো উপায় মোদীর নেই।

যারা মনে করেন ব্রিটিশ এম্পায়ার নেই – তারা ইতিহাস জানেন না বা বিভিন্ন বিষয়গুলোকে শিকড়ে না গিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রিটিশ এম্পায়ার এখন কমনওয়েলথের মাধ্যমে কার্যকর আছে তবে আপনি এটা বলতে পারেন যে, ১৮৯০ সালে ব্রিটিশ এম্পায়ারের যে ক্ষমতা ছিল তা এখন আর নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "She gave me a look that only a mother could give a child" ("তিনি আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছেন যা শুধুমাত্র একজন মা সন্তানকে দিতে পারেন")। বুঝতেই পারছেন, ব্রিটিশ রাজপরিবারের নরম শক্তি (soft power) কতটা শক্তিশালী।

ব্রিটিশ এম্পায়ারের শাসন থেকে বের হতে হলে আপনাকে অবশ্যই কমনওয়েলথ (Commonwealth) থেকে বের হতে হবে। যেমনঃ আয়ারল্যান্ড। আয়ারল্যান্ড ১৯২২ সালে Irish Free State নামে ব্রিটিশ এম্পায়ারের একটি ডমিনিয়ন ছিল। ১৯৪৯ সালে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড এক্টের (Republic of Ireland Act) মাধ্যমে আয়ারল্যান্ড কমনওয়েলথ (Commonwealth) থেকে পরিপূর্ণভাবে বের হয়ে আসে। লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে, যে সকল পশ্চিমা রাজ্য (উন্নত রাজ্য) কমনওয়েলথের সদস্য তারা কখনো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সরব হয় না, ইসরায়েলের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলে না। কিন্তু আয়ারল্যান্ড, স্পেন যারা

কমনওয়েলথের সদস্য নয় তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করে। ডাল (কমনওয়েলথ) মে কুছ কালা হ্যায়?

এখন আমরা জানবো মুসলিমদের খিলাফাত কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল? অটোম্যান এম্পায়ার ধ্বংসের মুখে পড়লে আরব জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান হয়। ১৯১৫ সালে মক্কার শরীফ হুসেইন বিন আলী আল হাশমী ব্রিটিশদের কাছ থেকে ওয়াদা আদায় করেন যে, অটোম্যানদের পরাজিত করতে পারলে মক্কা, মদিনা (হেজাজ অঞ্চল), সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া নিয়ে একটি আরব এম্পায়ার গঠন করা হবে। ব্রিটিশরা মৌখিকভাবে এতে রাজি হলেও বৈশ্বিক ইসলামিক খিলাফতের উত্থান হতে পারে - এই চিন্তা তাদের মনে প্রথম থেকেই ছিল। অটোম্যানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আরব এম্পায়ার (মুসলিম খিলাফত) নিয়ে মক্কার শরীফ হুসেইন বিন আলীর সাথে ব্রিটিশদের লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার ভিনসেন্ট আর্থার হেনরি ম্যাকমোহনের মধ্যে ১০ টি চিঠি আদান-প্রদান করা হয়। টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স (Thomas Edward Lawrence) এই সময়ে ব্রিটিশদের সামরিক গোয়েন্দা হিসেবে আরব ব্যুরোতে কাজ করেন। উনার সাথে আরও অনেক ব্রিটিশ গোয়েন্দা আরব অঞ্চলে তখন সক্রিয় ছিল। অটোম্যানরা পরাজিত হলে ব্রিটিশরা হুসেইন বিন আলীকে দেয়া তাদের কথা রাখেনি। প্যালেস্টাইনে ইহুদী বসতি স্থাপন করা হয় এবং আরব অঞ্চলে আল সউদ রাজপরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯২৪ সালে অটোম্যান খিলাফত ধ্বংস হলে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত হুসেইন বিন আলী মুসলিমদের খলিফা ছিলেন। ১৯৩১ সালে হুসেইন বিন আলীর মৃত্যু হলে মুসলিমদের খিলাফত পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং মুসলিমদের মধ্যে চূড়ান্ত মতাদর্শ সংবলিত দাঙ্গালের আবির্ভাব হয় যে নিজেকে আইনদাতা অর্থাৎ 'রব' বলে দাবি করেছে এবং করছে। মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে এরপর থেকে সমাজতান্ত্রিক সরকার, একনায়কতন্ত্র, রাজতান্ত্রিক সরকার, গনতান্ত্রিক সরকারের নামে দাঙ্গালের শাসন চলেছে কিন্তু খিলাফত আর আসে নি। ব্রিটিশ এম্পায়ার গোয়েন্দা, স্পাই দিয়ে আরব এবং অটোম্যানদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়েছে। ব্রিটিশ এম্পায়ারই মুসলিমদের খিলাফত ধ্বংস করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। খিলাফত ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বড় দায় ব্রিটিশ এম্পায়ারের। এ সকল ঘটনা নিম্নের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: (এই বিষয়ে আরও ভালোভাবে জানতে 'মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাঙ্গাল' বইটি পড়ে নিবেন। বইটি গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রোমানরা আল-আমাক বা দাবিকে অবতরণ না করা পর্যন্ত শেষ সময় আসবে না। তৎকালীন পৃথিবীর সর্বোত্তম (সৈন্যদের) সমন্বয়ে একটি বাহিনী মদিনা থেকে বের হবে (তাদের প্রতিহত করার জন্য)। যখন তারা নিজেদেরকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখবে, তখন রোমানরা বলবে: আমাদের এবং তাদের (মুসলিমদের) মধ্যে দাঁড়াবেন না যারা আমাদের মধ্য থেকে (কিছু লোককে) বন্দী করেছে। আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দিন; আর মুসলমানরা বলবে, না, আল্লাহর কসম, আমরা কখনোই তোমাদের থেকে এবং আমাদের ভাইদের থেকে দূরে সরে যাব না যাতে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারো। তখন তারা যুদ্ধ করবে এবং সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ (অংশ) পালিয়ে যাবে, যাদেরকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। (সেনাবাহিনীর) এক তৃতীয়াংশ যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে চমৎকার শহীদদের দ্বারা গঠিত হবে, নিহত হবে এবং তৃতীয় অংশ - বিজয়ী হবে এবং তাদেরকে কখনও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না এবং তারা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে। এবং যখন তারা জলপাই গাছের কাছে তাদের তলোয়ার ঝুলিয়ে যুদ্ধের মাল বণ্টনে (নিজেদের মধ্যে) ব্যস্ত থাকবে, তখন শয়তান চিৎকার করে বলবে: দাঙ্গাল তোমাদের পরিবারের মধ্যে তোমাদের স্থান দখল করেছে। তারা তখন বেরিয়ে আসবে, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। এবং যখন তারা সিরিয়ায় আসবে এবং যখন তারা যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকবে, তখন সে (দাঙ্গাল) সেখানে বেরিয়ে আসবে। অবশ্যই নামাযের সময় আসবে এবং তখন মরিয়ম পুত্র ইসা (আঃ)

অবতরণ করবেন এবং তাদের নেতৃত্ব দেবেন। যখন আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাকে দেখতে পাবে, তখন সে (অদৃশ্য হয়ে যাবে) যেমন লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং যদি তিনি (ঈসা) তাদের মুখোমুখি না হতেন, তাহলেও তা (দাজ্জাল) সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাদের নিজ হাতে হত্যা করবেন এবং তিনি তাদের রক্ত দেখাবেন (ইসার বর্শায়/ল্যান্সে)। (সহীহ মুসলিম ২৮৯৭)

পৈত্তলিকতার সাথে সম্পর্কিত অন্য কিছু লুডের গেট

মনমাউথের জিওফ্রের 'হিস্টোরি অফ দ্য কিংস অফ ব্রিটেনের ছদ্ম-ঐতিহাসিক (pseudohistorical) ইতিহাস এবং এই সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় গ্রন্থ অনুসারে, প্রাক-রোমান যুগে ব্রিটেনের একজন রাজা ছিলেন 'লুড' (Lud) (ওয়েলশ: Lludd মানচিত্রঃ বেলি মাওর) যিনি লুডগেট (Ludgate) নির্মাণ করেন। কিংবদন্তি অনুসারে, মনমাউথের নরম্যান-ওয়েলশ ধর্মগুরু জিওফ্রে দ্বারা নথিভুক্ত, লুডগেটের নামকরণ করা হয়েছিল প্রাচীন ব্রিটিশ রাজা লুডের নামে। লুড গেটটিকে রোমান লন্ডন প্রাচীরের (Roman London Wall) চারটি মূল গেটের মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়, যার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯০ সালে। লন্ডনের লুড গেটের (London Ludgate) একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, এই লুড গেটকে ব্যবহার করে "ঋণগ্রস্থদের কারাগার" (Debtors' prison) নির্মাণ করা হয়েছিল যা অন্তত ১২১৫ সাল থেকে ১৬২৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই কারাগারে একদা লন্ডনের "Sir Stephen Forster" ('Lord Mayor of London') ঋণখেলাপি হবার কারণে বন্দি ছিলেন। উক্ত কারাগারকে লুডগেট কারাগার (Ludgate prison) বলা হয়। যদিও উক্ত কারাগারটি ডেবটর'স প্রিজন (Debtors' prison) নামেই অধিক পরিচিত। এই তথ্যগুলো মনে রাখবেন তাহলে বইটির পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সুবিধা হবে।

রাজা লুড-ই লন্ডন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং লুড গেটে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল। লুডের রাজত্ব - শহর নির্মাণ এবং ত্রিনোভান্টাম (Trinovantum / London) এর পুনর্গঠনের জন্য উল্লেখযোগ্য, যা তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। মনমাউথের জিওফ্রে "লন্ডন" নামটিকে "কেয়ার লুড" (Caer Lud) বা লুডের দুর্গ (Lud's Fortress) থেকে উদ্ভূত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা লুড মারা গেলে তাকে লুড গেটে দাফন করা হয়। ধারণা করা হয়ে থাকে রাজা লুড ব্রিটনিক পৈত্তলিক দেবতা নডেনের (Nodens) সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

মনমাউথের জিওফ্রে দাবি অনুসারে, রাজা লুডের নাম অনুসারেই লুড গেটের নামকরণ করা হয়েছে যা লন্ডন শহরের একটি প্রধান প্রবেশ দ্বার, পাশাপাশি লন্ডনের নামও। অর্থাৎ মনমাউথের জিওফ্রে (Geoffrey of Monmouth) মতে রাজা লুডের নাম অনুসারেই লন্ডন শহরের নাম 'লন্ডন' রাখা হয়েছে।

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

আমি আহ্বানকারীর কণ্ঠস্বর শুনলাম, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহ্বানকারী বলছিলেন: 'আস-সালাতু জামিয়াহ' (নামাজ শুরু হতে চলেছে)। তাই আমি মসজিদে গেলাম এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামাজ আদায় করলাম। আমি মহিলাদের সেই কাতারে ছিলাম যা লোকদের সবচেয়ে কাছে ছিল। যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নামাজ শেষ করলেন, তিনি মিস্বরে বসলেন এবং তিনি হাসছিলেন। তিনি বললেন: "প্রত্যেকে যেখানে নামাজ পড়েছে সেখানেই থাকুক।" তারপর তিনি বললেন: "তোমরা কি জানো আমি তোমাদের কেন একসাথে ডেকেছি?"

তারা বলল: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন:

তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে কোনো উপদেশ বা সতর্ক করার জন্য একত্রিত করিনি। আমি তোমাদেরকে একত্রিত করেছি কারণ আমি আল-দারি একজন খ্রিস্টান ছিলাম এবং তিনি এসে আনুগত্যের শপথ নিয়ে মুসলিম হয়ে গেলেন, এবং আমাকে এমন কিছু বললেন যা দাজ্জাল (ভণ্ড মসীহ) সম্পর্কে আমি তোমাদের যা বলছিলাম তার সাথে মিলে যায়। তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি লাখম ও যিহুদামের ত্রিশজন লোকের সাথে একটি জাহাজে করে যাত্রা করেছিলেন এবং তারা এক মাস ধরে সমুদ্রের ডেউয়ে আছড়ে পড়ছিলেন। তারপর সূর্যাস্তের সময় তারা একটি দ্বীপে এসে পৌঁছালেন। তারা একটি ছোট দাঁড়টানা নৌকায় বসে সেই দ্বীপে অবতরণ করলেন। সেখানে তাদের সাথে এমন এক পশুর দেখা হলো যার প্রচুর লোম ছিল এবং এত বেশি লোমের কারণে তারা তার মুখ আর পিঠ আলাদা করতে পারছিল না। তারা বলল: ‘তোমার জন্য আফসোস, তুমি কে?’ সে বলল: ‘আমি আল-জাসসাসাহ।’ তারা বলল: ‘আল-জাসসাসাহ কী?’ সে বলল: ‘হে লোকসকল, মঠের এই লোকটির কাছে যাও, কারণ সে তোমাদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।’ তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: যখন সে আমাদের জন্য একজন লোকের নাম বলল, আমরা ভয় পেলাম, **যদি সে কোনো শয়তান হয়।** তারপর আমরা দৌড়ে সেই মঠে পৌঁছলাম, যেখানে আমরা আমাদের দেখা সবচেয়ে বিশাল এক লোককে দেখতে পেলাম, যে শক্ত করে শিকলে বাঁধা ছিল; তার হাত গলার সাথে এবং পা হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লোহার শেকলে বাঁধা ছিল। আমরা বললাম: ‘ধিক্ তোমাকে, তুমি কে?’ সে বলল: ‘তোমরা শীঘ্রই আমার সম্পর্কে জানতে পারবে; আমাকে বলো তোমরা কারা।’ তারা বলল: ‘আমরা আরবের লোক, একটি জাহাজে চড়েছিলাম, কিন্তু সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল এবং ডেউ আমাদের এক মাস ধরে এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেলল, তারপর তারা আমাদের তোমাদের এই দ্বীপে নিয়ে এল। আমরা দাঁড়টানা নৌকায় চড়ে এই দ্বীপে নামলাম। আমাদের সাথে এমন এক পশুর দেখা হল যার প্রচুর লোম ছিল এবং আমরা তার সামনের দিক থেকে পিছনের দিক আলাদা করতে পারছিলাম না কারণ সে এতটাই লোমশ ছিল।’ আমরা বললাম: ‘ধিক্ তোমাকে, তুমি কে?’ সে বলল: আমি আল-জাসসাসাহ। আমরা বললাম: আল-জাসসাসাহ কী? সে বলল: মঠের (monastery) এই লোকটির কাছে যাও, কারণ সে তোমাদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাই আমরা তোমার কাছে ছুটে এলাম এবং তার কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম, **কারণ আমরা নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে ওটা কোনো শয়তান নয়।**’ সে (সেই শৃঙ্খলিত ব্যক্তি) বলল: ‘আমাকে বায়সানের খেজুর গাছগুলো সম্পর্কে বলুন।’ আমরা বললাম: ‘আপনি সেগুলো সম্পর্কে কী জানতে চান?’ সে বলল: ‘আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, এই গাছগুলোতে ফল ধরে কি না।’ আমরা বললাম: ‘হ্যাঁ।’ সে বলল: ‘শীঘ্রই এগুলোতে ফল ধরবে না।’ সে বলল: ‘আমাকে তাবারিয়া হ্রদের বিষয়ে বলুন।’ আমরা বললাম: ‘তুমি এটি সম্পর্কে কী জানতে চাও?’ সে বলল: ‘এতে কি পানি আছে?’ তারা বলল: ‘এতে প্রচুর পানি আছে।’ সে বলল: ‘শীঘ্রই এটি শুকিয়ে যাবে।’ তারপর সে বলল: ‘আমাকে যুঘারের ঝর্ণা সম্পর্কে বলুন (যা সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত)।’ তারা বলল: ‘আপনি এটি সম্পর্কে কী জানতে চান?’ সে বলল: ‘ঝর্ণায় কি পানি আছে এবং লোকেরা কি সেই ঝর্ণার পানি দিয়ে ফসল ফলায়?’ আমরা তাঁকে বললাম: ‘হ্যাঁ, এতে প্রচুর পানি আছে এবং লোকেরা এর পানি দিয়ে ফসল ফলায়।’ সে বলল: ‘আমাকে বলুন...’ নিরক্ষরদের নবী; তিনি কী করছেন?’ আমরা বললাম: ‘তিনি মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিবে (মদিনায়) বসতি স্থাপন করেছেন।’ সে বলল: ‘আরবরা কি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে?’ আমরা বললাম: ‘হ্যাঁ।’ সে বলল: ‘তিনি তাদের সাথে কীভাবে মোকাবিলা করছেন?’ আমরা তাঁকে বললাম যে, তিনি তাঁর নিকটবর্তী আরবদের উপর জয়লাভ করেছেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য করেছে। সে আমাদের বলল: ‘এটা কি সত্যিই ঘটেছে?’ আমরা বললাম: ‘হ্যাঁ।’ সে বলল: ‘যদি তাই হয়, তবে তাদের জন্য এটাই ভালো যে তারা তাঁর আনুগত্য করুক। এখন আমি তোমাদের আমার নিজের সম্পর্কে বলব। আমিই দাজ্জাল এবং শীঘ্রই আমাকে আবির্ভূত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।’ সুতরাং আমি বের হয়ে জমিনে ভ্রমণ করব এবং মক্কা ও তাইবাহ (মদিনা) ব্যতীত কোনো শহরেই

চল্লিশ রাত অবস্থান করা থেকে বিরত থাকব না। এই দুটিই আমার জন্য নিষিদ্ধ; যখনই আমি এগুলোর কোনোটিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করব, তখনই হাতে তরবারি নিয়ে একজন ফেরেশতা আমার পথ রুদ্ধ করে দেবেন এবং প্রত্যেক পথে ফেরেশতারা পাহারায় থাকবেন।' তিনি বললেন: অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর লাঠি দিয়ে মিশ্বরে আঘাত করে বললেন: "এই হলো তাইবাহ, এই হলো তাইবাহ, এই হলো তাইবাহ," অর্থাৎ মদিনা। "আমি কি তোমাদের এটা আগে বলিনি?" লোকেরা বলল: হ্যাঁ। [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:] "তামীমের কাহিনীটি আমার ভালো লেগেছিল, কারণ তা তার (দাজ্জাল) এবং মক্কা ও মদিনা সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে যা বলতাম তার সাথে মিলে যায়। কিন্তু সে (দাজ্জাল) আছে সিরিয়ান সাগরে (ভূমধ্যসাগরে) অথবা ইয়েমেনী সাগরে (আরব সাগরে)।" না, বরং সে (দাজ্জাল) পূর্বে, সে পূর্বে, সে পূর্বে," এবং তিনি হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করলেন।

তিনি বললেন: আমি এটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে মুখস্থ করেছি। (সাহিহ মুসলিম ২৯৪২; আল-জামি' আল-সহীহ (২২৫৩); আল-ইস্তিদ্কার (৭/৩৩৮))

দাজ্জালের বর্ণনা সংবলিত ২টি হাদিসে আমরা শয়তানের কথা পাচ্ছি। সহীহ মুসলিম ২৮৯৭ হাদিসে: "...তখন শয়তান চিৎকার করে বলবে: দাজ্জাল তোমাদের পরিবারের মধ্যে তোমাদের স্থান দখল করেছে।..." এখানে শয়তান হচ্ছে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা, ব্রিটিশ স্পাইরা যারা মক্কা - মদিনার মুসলিমদের বলেছিল যে, দাজ্জাল (অটোম্যান এম্পায়ার / তুর্কীরা) পরিবারে তোমাদের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। খিলাফত তো থাকবে হেজাজের কোরাইশদের হাতে অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে কিন্তু সেটা তুর্কীদের হাতে চলে গেছে -তাহলে পরিবারে তোমাদের জায়গা দাজ্জাল (অটোম্যানরা / তুর্কীরা) নিয়ে নিয়েছে। এভাবে বিভেদ বাধিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা, স্পাইরা খেলাফত ধ্বংস করে দিলো।

এই ঘটনার সাথে আমরা সাহিহ মুসলিম ২৯৪২ হাদিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মিলিয়ে দেখবো। মনে রাখতে হবে যে, সাহিহ মুসলিম ২৯৪২ হাদিসটি রূপক অর্থে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ হাদিসটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর রূপক অর্থ আছে।

'জাসসাসা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্পাই বা গোয়েন্দা। বুঝতেই পারছেন, উক্ত হাদিসে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং দাজ্জাল কে, দাজ্জালের মতাদর্শ কি এবং দাজ্জাল কবে আবির্ভূত হয়েছে এই ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। সাহিহ মুসলিম ২৯৪২ হাদিসে জাসসাসাকে সাহাবীরা 'শয়তান' বলে সন্দেহ করেছেন অর্থাৎ শয়তান বলতে এখানে স্পাই বা গোয়েন্দাদের কথা বুঝানো হয়েছে। উভয় হাদিসেই গোয়েন্দা বা স্পাইদের 'শয়তান' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সাহিহ মুসলিম ২৯৪২ হাদিস পড়ে আমি যা বুঝছিঃ সাহাবীরা স্বেচ্ছায় ঐ দ্বীপে যান নি। প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে, পথ হারিয়ে তারা ঐ দ্বীপে গিয়ে পড়েন। পুরো ঘটনাটি আল্লাহ ঘটিয়েছেন যাতে আমরা দাজ্জালকে চিনতে পারি এবং এই দাজ্জালটি আবির্ভাবের পর কিয়ামতের আগে মানবজাতির হাতে কতটুকু সময় আছে সেটাও বুঝতে পারি।

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেছেন, অতীতের জাতিদের জীবনকালের তুলনায় তোমাদের জীবন আসরের সালাত (নামাজ) ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ের মত। (সহীহ আল-বুখারী ৫০২১)

সাহাবীরা সূর্যাস্তের সময় ঐ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছান যেখানে দাজ্জালের সাথে তাদের দেখা হয়। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, এই দাজ্জালটি আবির্ভাবের পর বা এই দাজ্জালটির সাথে যখন মদিনার মুসলিমদের দেখা হবে তারপর মুসলিমদের সাথে কিয়ামতের দূরত্ব খুব কমই থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী। যদি নবীর মদিনায়

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সময়কে আসরের সালাত (নামায) শুরুর সময় ধরি তাহলে এখন সূর্যাস্তের সময় চলছে এবং আরও কিছু সময় পার হয়ে গেছে কারণ ঐ দাজ্জালটি আবির্ভূত হয়েছে ১৯১৫-১৯৩২ সালের মধ্যে। দাজ্জালটির নামঃ ব্রিটিশ এম্পায়ার বা United Kingdom.

সাহাবীরা ঝড়ের কবলে পড়ে ঐ দ্বীপে যান ব্যাপারটি খেলাফত ধ্বংসের ঘটনার সাথে মিলে যায়। যখন অটোমান এম্পায়ারে বিদ্রোহ, জাতীয়তাবাদী ইয়াং টার্কদের উত্থান, মন্ত্রীরা খলিফার নির্দেশ অমান্য করতে শুরু করে অর্থাৎ যখন অটোমান খেলাফতে ঝড় শুরু হয় তখনই ব্রিটিশ স্পাই, গোয়েন্দারা হেজাজে গিয়ে চক্রান্ত এবং ধোঁকাবাজি শুরু করে এবং দাজ্জালের আবির্ভাব হয় – মুসলিমদের সাথে দাজ্জালের দেখা হয় যে দাজ্জাল নিজেকেই রব (আইনদাতা) বলে দাবী করে। এটাই দাজ্জালের সর্বশেষ মতাদর্শ, এরপর দাজ্জাল আর নতুন কোনো মতাদর্শ নিয়ে আসবে না।

জাসসাসাকে দেখে সাহাবীরা বুঝতে পারছিলো না - এটা কেমন প্রাণী! এই প্রাণীর মুখ কোনটি আর পিঠ কোনটি সেটা তারা বুঝতে পারছিলো না। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে স্পাই বা গোয়েন্দাদের চেনা যায় না, বুঝা যায় না। সাহাবীরা যখন জিজ্ঞেস করলেন, " জাসসাসা কি?" তখন প্রাণীটি কোনো উত্তর দেয় নি অর্থাৎ সে নিজের প্রকৃত পরিচয় লুকাতে চায়। ঠিক আরব রিভোল্টে কর্মরত ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও স্পাইদের মত; যেমনঃ ব্রিটিশ গোয়েন্দা টি.ই. লরেন্স (T.E. Lawrence).

হাদিসে উল্লেখিত 'সে বলল: 'হে লোকসকল, মঠের (monastery) এই লোকটির কাছে যাও, কারণ সে তোমাদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।'

দাজ্জাল monastery -তে ছিল অর্থাৎ দাজ্জাল এমন স্থাপনায় বা কমপ্লেক্সে থাকবে যাতে আরও অনেক ভবন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা এই কমপ্লেক্সে বসবাসকারীদের প্রায় পরিপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করতে পারবে অর্থাৎ প্রাসাদের মত ভবনে বা কমপ্লেক্সে বাস করবে দাজ্জাল।

হাদিসে উল্লেখিত "সে (দাজ্জাল) বলল: 'তোমরা শীঘ্রই আমার সম্পর্কে জানতে পারবে; আমাকে বলো তোমরা কারা।" দাজ্জালের এই প্রশ্নের উত্তরে সাহাবীরা যা কিছু ঘটেছে তা দাজ্জালকে হুবুহু বলল অর্থাৎ তারা কোন কিছু গোপন করেনি বা মিথ্যা বলেনি বা ধোঁকাবাজি করেনি কিন্তু দাজ্জাল সাহাবীদের মিথ্যা বলেছে এবং ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছে। একই ঘটনা ঘটেছে হেজাজে। হেজাজে (মক্কা-মদিনায়) ১৯১৫-১৯১৮ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা - যেখানে হেজাজের শরীফ হুসেইন বিন আলী ব্রিটিশদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন এবং কথা রেখেছিলেন কিন্তু ব্রিটিশরা ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং ধোঁকা দেয়। উক্ত হাদিসে দাজ্জাল যা কিছু বলেছে তা আমরা বিশ্বাস করি না এবং আমরা কোনো দাজ্জালকেই বিশ্বাস করি না।

একটি দাজ্জালের কথা আমরা জানি যেটি আবির্ভাবের পর পৃথিবীতে প্রায় ৪৪ বছর (44 years) থাকবে। এই দাজ্জালটিকেই হয়তো ইসা ইবনে মরিয়ম হত্যা করবেন। দাজ্জাল কিভাবে পৃথিবীর সকল শহরে যাবে? এটা হয়তো এভাবে যে, পৃথিবীর সকল দেশেই ইউনাইটেড কিংডমের (ইংল্যান্ডের) এমবাসি বা হাইকমিশন আছে।

উপরের আলোচনা শেষে আমার মনে হচ্ছে - ইসা ইবনে মরিয়ম লন্ডনে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এমন সম্ভাবনা আছে। লন্ডনেই লুডগেট আছে।

"মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন,"। তিনি (ইসা) তাকে (দাজ্জালকে) লুডের পূর্ব দিকের গেটে ধরবেন এবং তাকে (দাজ্জালকে) হত্যা করবেন"। (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

লন্ডনের পূর্ব দিকে কয়েকটি গেট আছে, যেমনঃ বিশপগেট (Bishops gate), Aldgate, Forest Gate.

এই ঘটনা কি কোনো গির্জার কাছে হতে পারে? জি, হতে পারে। লন্ডনে সেন্ট জর্জের অনেকগুলো গির্জা আছে।
St George's Church, Hanover Square, London ; St. George's Chapel, Windsor, London.

* ব্রিটিশ এম্পায়ারকে দাজ্জাল বলায় যাদের মনে কষ্ট লাগছে তাদের জন্যঃ মুঘল আমলে উপমহাদেশে (ভারতীয় উপমহাদেশে) সমগ্র পৃথিবীর মোট GDP এর ২২% থেকে ২৮% উৎপন্ন হত। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশ - চীনকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী GDP (২৭%) এর অধিকারী হয়। বাংলা সুবাহ একাই সারা পৃথিবীর GDP এর ১২% উৎপন্ন করতো। আপনারা যে বলেন, শায়েস্তা খা'র আমলে ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত - এটা ছিল ভারতে আওরঙ্গজেবের শাসনকাল। মোদী, বিজেপি, শিবসেনা, RSS এখন মুসলিম মুঘল শাসকদের গালি-গালাজ করে। আরে অশিক্ষিত, মূর্খ মোদী বিজেপি - আকবর, আওরঙ্গজেবের মত দক্ষ শাসক, প্রশাসনিক, রাষ্ট্রনায়ক তোরা স্বপ্নেও হতে পারবি না। ব্রিটিশ এম্পায়ার ১০০-১৫০ বছর শাসন করে ভারতীয় উপমহাদেশকে ফকির, ভিক্ষুক বানিয়ে দিয়ে গেছে। এই অঞ্চলের সকল উপার্জন নিয়ে ব্রিটিশরা ইংল্যান্ডে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন' করেছে। ভারতের কংগ্রেস পার্টির এমপি শশী থারর (Shashi Tharoor) মাঝে মাঝে তার বক্তব্যে ভারতে মুসলিম মুঘল শাসন এবং ইংরেজ শাসনের মধ্যে এই পার্থক্যগুলো তুলে ধরেন।

জওহরলাল নেহরুর উচিত ছিল ১৯৪৯ সালেই কমনওয়েলথে 'রিপাবলিক' হিসেবে না থেকে পরিষ্কারভাবে ব্রিটিশ এম্পায়ার থেকে বের হয়ে যাওয়া। কি সমস্যা জানি না - এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অন্যের গোলামী করার একটা মানসিকতা প্রবলভাবে দেখা যায়। এদের নেতাদের-ই মেরুদণ্ড নাই, সাধারণ পাবলিক আর কি করবে! জানেন তো, মুঘলরা কিন্তু বাঙ্গালী ছিল না, ওরা ছিল তুর্কী। বাঙ্গালী হাজার বছর ধরেই কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন, কৈঁচোর জাত।

ব্রিটিশ এম্পায়ারের বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লসের সিংহাসনে আরোহণের রীতি খেয়ালঃ

“ঈশ্বরের কৃপায় গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সংযুক্ত রাজ্য এবং তাঁর অন্যান্য রাজ্য ও ভূখণ্ডের রাজা, কমনওয়েলথের প্রধান এবং **বিশ্বাসের রক্ষক তৃতীয় চার্লস**”। (Charles the Third, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of His other Realms and Territories, King, Head of the Commonwealth, **Defender of the Faith**.)

বিশ্বাসের রক্ষক কে? আল্লাহ (God). আমার হৃদয়ের বিশ্বাস রক্ষা করেন কে? আল্লাহ (God). একজন মানুষ কিং চার্লস কিভাবে মানুষের বিশ্বাসের (faith) রক্ষক বলে নিজেকে দাবী করতে পারেন? যদি কিং চার্লস এই দাবী করতেন যে, তিনি ধর্মের (religion) রক্ষক তাহলে সেটা অনেকে মেনে নিতো। কিন্তু বিশ্বাসের রক্ষক কিভাবে একজন মানুষ হতে পারেন? খ্রিস্টানরা বা পোপ কি এমন দাবী করেন? না, করেন না। ক্যাথোলিক চার্চে পোপ নিজেকে বিশ্বাসের রক্ষক বলে দাবী করেন না। ক্যাথলিক চার্চে, “পোপ হলেন আধ্যাত্মিক নেতা (spiritual leader) এবং বিশ্বাসের সর্বোচ্চ পার্থিব শিক্ষক (teacher of the faith)। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মাই বিশ্বাসকে রক্ষা ও সুরক্ষিত করেন”। --- এটা হচ্ছে ক্যাথোলিক চার্চের বিশ্বাস এবং মতাদর্শ। সুতরাং খ্রিস্টান ধর্ম মতে, ক্যাথোলিক চার্চের মতে, ব্রিটিশ রাজপরিবার, ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস নিজেকে God বলে দাবী করছেন। শুধু কিং তৃতীয় চার্লস নন - তার পূর্বের সকল ব্রিটিশ রাজাই নিজেকে God বলে দাবী করেছেন। British Monarch বা রাজাকে কে বলা হয় “The sovereign”. এতদিন জানতাম, আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রকে, জনগণকে সার্বভৌমত্বের মালিক বলে বিশ্বাস করা হয়। এখন দেখছি, ব্যক্তিকেও সার্বভৌমত্বের মালিক

অর্থাৎ God বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে. Birtish Monarch যে পৈত্তলিক এবং দাজ্জাল এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তারা হচ্ছে মানব ইতিহাসে অন্যতম নিকৃষ্ট দাজ্জাল।

Kissing Hands

এখন আমরা দেখবো, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের শপথ নেয়ার নিয়ম কি?

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইবেলে হাত রেখে শপথ নেন কারণ তারা খ্রিস্টান। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে কি হয়? হাউস অফ কমন্স এবং হাউস অফ লর্ডসের সদস্যরা রাজমুকুটের (The Crown) প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। একে শপথ গ্রহণ বলা হয়। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ এম্পায়ারের রাজার বা রানীর হাতে চুমু দিয়ে শপথ নেন। পার্থক্য বুঝতে পারছেন? ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বা শপথ নেন? জনগণের ভোটে নির্বাচিত নতুন প্রধানমন্ত্রী বাকিংহাম প্যালেসে বা রাজা/রানী-র বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎের সময় (ঐতিহাসিকভাবে যা 'কিসিং হ্যান্ডস' ("kissing hands") নামে পরিচিত), রাজা/রানী আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্বাচিত নেতাকে একটি নতুন সরকার গঠন করতে বলেন।

এখন আমরা জানবো, 'কিসিং হ্যান্ডস' (kissing hands) কি? অতীতে, 'কিসিং হ্যান্ডস' (kissing hands) আবশ্যিকতা বলতে বোঝাতো যে পদাধিকারীকে (প্রধানমন্ত্রীকে) ব্যক্তিগত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে রাজা বা রানীর হাতে চুম্বন করতে হবে; **রাজা বা রানীর সরকারে** (His/Her Majesty's Government) কাজ করার জন্য এই আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা একটি পূর্বশর্ত ছিল। রাজা বা রানীর সরকার - মানে কি? আমরা তো জানতাম, ইংল্যান্ডে গনতন্ত্র চলছে! না, ভাই। যুক্তরাজ্যের (ইউনাইটেড কিংডমের) অংশ হিসেবে ইংল্যান্ড একটি সংসদীয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (constitutional monarch) দ্বারা পরিচালিত হয়। এর অর্থ হলো, একজন বংশানুক্রমিক রাজা (রাজা তৃতীয় চার্লস) রাষ্ট্রপ্রধান হলেও, আইন প্রণয়ন ও পাস করার ক্ষমতা একটি নির্বাচিত সংসদের হাতে থাকে। তবে এখানে প্যাচ আছে। ইংল্যান্ডের সংবিধান অসংহিতাবদ্ধ (uncodified), অর্থাৎ এটি কোনো একটি একক দলিলে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি হলো বিভিন্ন মৌলিক আইন, প্রচলিত আইন, অলিখিত রাজনৈতিক প্রথা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির একটি সংকলন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়েছে।

ইংল্যান্ডে সংসদীয় 'সার্বভৌমত্ব': সংসদ (হাউস অফ কমন্স, হাউস অফ লর্ডস এবং **রাজা বা রানী (the Monarch)**) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনগত কর্তৃপক্ষ। এরা যেকোনো আইন প্রণয়ন বা বাতিল করতে পারে এবং আদালতসহ কোনো সংস্থাই সংসদের কোনো আইনকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

ইংল্যান্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের উপর রাজা/রানীর কর্তৃত্ব থাকে—যা "মহামান্য রাজা/রানীর সরকার" (His/Her Majesty's Government) নামে পরিচিত—এই ক্ষমতা কেবল সংসদে প্রণীত আইন অনুসারে এবং প্রথা ও নজিরের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা তো জানতাম, ইংল্যান্ডে জনগণের সরকার চলে যাকে 'গনতন্ত্র' বলে! কিন্তু বাস্তবতা অন্যরকম – এটাতো দেখছি রাজা-রানীর সরকার। যাই হোক, আমরা 'কিসিং হ্যান্ডস' (kissing hands) এ ফিরে যাই। ব্রিটিশ এম্পায়ারে রাজা বা রানীর হাতে চুমু না দিয়ে কি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়? না, যায় না। এই পৈত্তলিক রীতিটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড (Edward VII) নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী এইচ. এইচ. অ্যাসকুইথকে (H. H. Asquith) দেশের বাইরে ফ্রান্সের বিয়ারিংজের হোটেলে দু প্যালে-তে তলব করেন রাজার হাতে চুমু দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে, যেখানে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তখন ছুটি কাটাচ্ছিলেন। হাতে চুমু দিলেই কাজ শেষ - তুমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে

হুলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। বাইবেলের দরকার নাই, কোনো ধর্মগ্রন্থ দরকার নাই – একেবারে খাটি পৈতৃলিক যাকে বলে। এখন ব্রিটিশ রাজপরিবার (রাজা- রানী) এই কাজটি গোপনে করে বা করে না কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে - তাদের এই সকল কর্মকাণ্ড দেখে আমরা ধরে ফেলবো - ওরা খ্রিস্টান নয়, ওরা হচ্ছে পৈতৃলিক। সর্বশেষ ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্ল্যার 'কিসিং হ্যান্ডস' (kissing hands) এর কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। নিজের আত্মজীবনীতে টনি ব্ল্যার স্বরণ করেছেন যে, তিনি এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন যে, 'কিসিং হ্যান্ডস' অনুষ্ঠানে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের হাতে আক্ষরিক অর্থে চুম্বন করার কোনো ব্যাপার ছিল না, বরং তাঁকে বলা হয়েছিল "আপনার ঠোঁট দিয়ে আলতো করে (রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের) হাত দুটি ছুঁয়ে দিন"। ব্যাস, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন হয়ে গেছে। তুমি রাজা বা রানীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে, রাজা বা রানীর গোলামী করার প্রতিজ্ঞা করেছে - আর কিছু করার দরকার নেই, তোমার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করা হয়ে গেছে। ব্রিটিশ রাজপরিবার খ্রিস্টান নয় - ওরা হচ্ছে খাটি পৈতৃলিক।

এই কথা শুনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরা হাসছেন কারণ তারাও কমনওয়েলথের সদস্য হয়ে ব্রিটিশ এম্পায়ারের ক্রাউনের (The Crown) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। ১৯২৬ সালের বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration) 'কমনওয়েলথ অফ নেশনস' প্রতিষ্ঠা করে এবং জাতিগুলিকে (রাষ্ট্রগুলোকে) "মর্যাদায় সমান ... যদিও রাজমুকুটের (The Crown) প্রতি সাধারণ আনুগত্য দ্বারা একত্রিত" বলে বিবেচিত করে। রাজমুকুট বা The Crown বলতে 'সার্বভৌম' রাজা বা রানীকে এবং তাদের ক্ষমতাকে বুঝায়। যারা রাজা-রানীর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তারা নিশ্চিতভাবেই পৈতৃলিক হয়ে গেছে। ২০০ বছর নিতান্তে লাথি খাওয়ার পর, এত শোষিত হবার পরও বাংলাদেশ, পাকিস্তানের জনগণ ব্রিটিশ এম্পায়ারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে? দাজ্জালকে বলা হয় প্রতারক। সে আপনাকে দিয়ে তার আনুগত্য করাবে, উপাসনা করাবে কিন্তু আপনি সেটা বুঝতে পারবেন না। বাংলাদেশ, পাকিস্তানতো জেনে বুঝেই ব্রিটিশ রাজের রাজমুকুটের 'The Crown' প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে কমনওয়েলথে যোগ দিয়েছে। মূর্তি, আগুন, পাথর বাদ দিয়ে এখন রাজমুকুটের উপাসনা এবং গোলামী চলছে।"

ব্রিটিশ এম্পায়ারের রাজা কি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করতে পারেন? Technically, yes. হ্যা, পারেন। যুক্তরাজ্যের (ইউনাইটেড কিংডমের) অলিখিত সংবিধান অনুযায়ী, রাজার একজন প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। সর্বশেষ, ১৮৩৪ সালে রাজা চতুর্থ উইলিয়াম (King William IV) ১৮৩৪ সালে রাজা চতুর্থ উইলিয়াম (King William IV) লর্ড মেলবোর্নের হুইগ সরকারকে (Lord Melbourne's Whig government) বরখাস্ত করেন যা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই রাজকীয় হস্তক্ষেপই ছিল শেষবার, যখন কোনো ব্রিটিশ রাজা বা রানী সংসদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরাসরি একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। যেহেতু ব্রিটেনের সংবিধানে 'অলিখিত রাজনৈতিক প্রথা' একটি অংশ তাই রাজা তৃতীয় চার্লস (King Charles III) চাইলে ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্টারমারকে (Keir Starmer) বরখাস্ত করতে পারেন। তবে বর্তমানে এই কাজ রাজার প্রকাশ্যে করার দরকার নেই। রাজা যদি প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে বলেন, "তুমি পদত্যাগ করো"। এ টুকুই যথেষ্ট – অথবা প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে ঝামেলা বাড়ানোর মত বোকামী কি ব্রিটিশ রাজা করবেন?

হায়রে গনতন্ত্র, তুমি কোথায়? জনগণের শাসন নামের কাল্পনিক গণতন্ত্র পৃথিবীর কোথাও তো খুঁজে পেলাম না। অথচ বাংলাদেশের, পাকিস্তানের শাসকরা, মুসলিম আলেমরা ইসলামে গনতন্ত্র খুঁজে পায়! আল্লাহ যদি কাউকে ভুল পথ দেখান তাহলে সে কখনোই সঠিক পথ পায় না এবং আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের, ধোঁকাবাজদের ভুল পথ দেখান। সত্য হৃদয়ের অধিকারী, সত্যবাদীদের আল্লাহ সঠিক পথ দেখান এবং তাদেরকেই আল্লাহ জান্নাত দিবেন।

এখন কেউ কেউ বলবেন ব্রিটিশ রাজা বা রানী শপথ গ্রহণের সময় বা ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শপথ নেয়ার সময় বাইবেল পাঠ করা হয় তাদের জন্য চার্চ অফ ইংল্যান্ডের কাহিনী।

চার্চ অফ ইংল্যান্ড (The Church of England): রাজা অষ্টম হেনরি (King Henry VIII) অ্যান বোলিনের (Anne Boleyn) সাথে একজন পুত্রসন্তান নিশ্চিত করার জন্য তাঁর প্রথম স্ত্রী, আরাগনের ক্যাথারিনের (Catherine of Aragon) সাথে বিবাহ বাতিল করতে চেয়েছিলেন। যখন পোপ সপ্তম ক্লেমেন্ট (Pope Clement VII) এই বিবাহ বাতিলের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন, তখন রাজা হেনরি - পোপের কর্তৃত্ব (papal authority) থেকে বেরিয়ে আসেন। নিজেদের ইচ্ছামত খ্রিস্টান ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাজ নতুন একটি চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম 'চার্চ অফ ইংল্যান্ড' (The Church of England)। খ্রিস্টান পুরোহিতরা যেন তাদের পৈত্তলিক ধর্মে কোনো ঝামেলা করতে না পারে তাই এবার ব্রিটিশ monarch ই হচ্ছেন এই চার্চের প্রধান (Supreme Governor)। বর্তমানে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের (The Church of England) প্রধান বা সর্বোচ্চ গভর্নর (Supreme Governor) হচ্ছেন রাজা তৃতীয় চার্লস (Charles III). ধর্ম পালনে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে ধর্মের নিয়ম কানুন-ই পাল্টে ফেলো, নিজেই ধর্মের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক হয়ে যাও - এই হচ্ছে ব্রিটিশ রাজপরিবারের খ্রিস্টান ধর্ম পালন। বর্তমানে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় চার্চ হচ্ছে চার্চ অফ ইংল্যান্ড। ব্রিটিশ রাজপরিবার হচ্ছে পৈত্তলিক আর তারা তাদের রাজমুকুটের (The Crown) কাল্পনিক আনুগত্য করে অর্থাৎ উপাসনা করে।

লুডগেটের অন্য কিছু অর্থ

'লুডগেট' (Ludgate) শব্দটির ব্যুৎপত্তি (মূল বা root) প্রাচীন ইংরেজি শব্দ "হিলিড-গেট" (hlid-geat) থেকে এসেছে যা একটি সাধারণ পুরাতন ইংরেজি যৌগ যার অর্থ "পোসটার্ন" বা "সুইং গেট"। (The true etymology of Ludgate is from the Old English term "hlid-geat", a common Old English compound meaning "postern" or "swing gate")

পোসটার্ন (**postern**) কি? পোসটার্ন হল কোন দুর্গের একটি গৌণ দরজা (secondary door) বা গেট। পোসটার্নগুলো প্রায়শই গোপন স্থানে স্থাপন করা হত, যা গোপনে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ করে দেয়। **অবরোধের ক্ষেত্রে**, একটি পোসটার্ন একটি **স্যলি পোর্ট (sally port)** হিসাবে কাজ করতে পারে, যা ডিফেন্ডারদের অবরোধকারীদের উপর হামলা করার জন্য ছোট ছোট দল পাঠাতে সহযোগীতা করে। পোসটার্নগুলো কম উন্মুক্ত, কম দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হয় যা সাধারণত তুলনামূলকভাবে ছোট এবং সহজেই প্রতিরক্ষাযোগ্য।

স্যলি পোর্ট (**sally port**) কি? একটি স্যালি পোর্ট হল একটি সুরক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত জায়গায় প্রবেশের রাস্তা, যেমন, একটি দুর্গ বা কারাগার। (A sallyport is a secure, controlled entry way to an enclosure, e.g., a fortification or prison.)

সুইং গেট (**swing gate**) কি এবং কোথায় ব্যবহার করা হয়? একটি সুইং গেট হল একটি কঙ্জাযুক্ত গেট যা বেড়া সিস্টেমে নিয়ন্ত্রিত যাতায়াত প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং আবাসিক, শিল্প এবং পাবলিক এলাকার জন্য সীমানা নির্ধারণ করে। (A swing gate is a hinged gate used in fence systems to provide controlled access, ensuring security and boundary delineation for residential, industrial, and public areas.) সাধারণত কোনো জায়গা অবরোধের ক্ষেত্রে সুইং গেট ব্যবহার করা হয়। আবার সুইং গেট হচ্ছে এমন গেট যা উভয় দিকে খোলা যায়। জেলখানায় ব্যাপকভাবে এই ধরনের সুইং গেট ব্যবহার করা হয়।

ইসরায়েল ২০০৭ সাল থেকে গাজাকে অবরোধ করে রেখেছে - এর প্রতিটি ক্রসিং বা গেট হচ্ছে এক একটি স্যালি পোর্ট (লুডের গেট)। ইসরায়েল গাজায় প্রবেশের বেশ কয়েকটি গেট নিয়ন্ত্রণ করে, যার মধ্যে রয়েছে কেরাম শালাম, এরেজ এবং সুফা ক্রসিং, যা পণ্য ও মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে; মিশর রাফাহ ক্রসিং এবং সালাহ আল-দিন গেট নিয়ন্ত্রণ করে। ইসা ইবনে মরিয়ম এই সকল গেটে দাঙ্গালকে হত্যা করবেন - বুঝতেই পারছেন এটি একটি প্রতীকী ব্যাপার যার অর্থ হচ্ছে যখন প্যালেস্টাইনকে অবরোধ করা হবে অর্থাৎ লুড অঞ্চলে বসবাসরত মুসলিমদের অবরোধ করে রাখা হবে তখন বুঝতে হবে যে ইসা ইবনে মরিয়ম আসার সময় হয়ে গেছে এবং আমার মনে হচ্ছে, এই অবরোধ চলাকালেই ইসা ইবনে মরিয়ম চলে আসবেন। নভেম্বর, ২০২৩ থেকে জানুয়ারী, ২০২৫ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলের গাজা অবরোধে লুডের গেটগুলো আরও বেশী সক্রিয় হয়েছে অর্থাৎ ইসা ইবনে মরিয়মের চলে আসার যে শর্ত রয়েছে তা পূর্ণ হচ্ছে। গাজা হচ্ছে একটি উন্মুক্ত কারাগার বা জেল। প্যালেস্টাইনে আমার ভাই-বোনরা যে কষ্ট করছে, নির্যাতিত হচ্ছে, নিহত হচ্ছে, জেল খাটছে তা বিফল যাবে না। প্রতিটি জেলের লোহার গেটে, মুসলিমদের অবরোধ করে রাখা প্রতিটি গেটে ইসা ইবনে মরিয়ম দাঙ্গালকে হত্যা করবেন। এই গেটগুলোই হচ্ছে 'লুডের গেট'।

সারা পৃথিবীর নিরপরাধ মুসলিমদের শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের কারণে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে, সত্য কথা বলার কারণে, গুম করা হয়েছে বা জেল দেয়া হচ্ছে - এই সকল জেলের (লোহার) গেটে ইসা ইবনে মরিয়ম দাঙ্গালকে হত্যা করবেন। এই গেটগুলোই হচ্ছে লুডের গেট।

হে মুসলিম পুরুষ এবং নারী, যারা মুহাম্মাদের গনতন্ত্রবিহীন ইসলাম মেনে চলার কারণে জেলে আছেন বা অবরোধের মধ্যে আছেন তারা যেন নিজেদের পরাজিত মনে না করো এবং তোমার চেষ্টায় বা জেল খাটায় কোন কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না বা তুমি পরাজিত হচ্ছে - এমন যেন মনে না করো। তুমিই হচ্ছে সেই 'গেট অফ লুড' যেখানে ইসা ইবনে মরিয়ম দাঙ্গালকে হত্যা করবেন। তোমাকে অবরোধ করে রাখা গেট, তোমার জেলের গেট-ই হচ্ছে 'গেট অফ লুড' - যেখানে ইসা ইবনে মরিয়ম দাঙ্গালকে হত্যা করবেন। এই কথা মুহাম্মাদের (সাঃ) হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে এবং খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী স্কটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ জি. এ. স্মিথের কথা থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে।

আল্লাহ চাইলে, অতি অল্প দিনের ভিতরেই ইসা ইবনে মরিয়ম আসবেন এবং লুডের গেটে দাঙ্গালকে হত্যা করবেন - এই কথার ব্যাখ্যা কি? যারা মুহাম্মাদের (সাঃ) গনতন্ত্রবিহীন, পীরতন্ত্রবিহীন ইসলামকে, কালিমাকে রক্ষা করছে - যারা মুহাম্মাদের বানীকে, বার্তাকে, মেসেজকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রেখেছে, মুহাম্মাদের (সাঃ) দাওয়াতকে চালু রেখেছে তারাই দাঙ্গালকে চিনে। তারাই জানে, দাঙ্গাল কে? দাঙ্গালের মতাদর্শ কি? আর এই যুবকদের তোমরা কোথায় আটকে রাখো? কারাগারে, জেলখানায়। এরাই ইসাকে বলে দিবে, দাঙ্গালের মতাদর্শ কি? দাঙ্গাল কে বা কারা? এজন্য এদেরকে যে জেলে বা কারাগারে আটকে রাখা হয় সেই জেলের গেটই হচ্ছে লুডের গেট। লুডের গেটের ভিতরে যাওয়ার বুকি নিয়ে মুহাম্মাদের (সাঃ) কালিমাকে রক্ষা করে চলেছে এই যুবকরা।

".....অতঃপর তিনি (ইসা) তাকে (দাঙ্গালকে) খুজবেন যতক্ষণ না তিনি তাকে (দাঙ্গালকে) লুডের দরজায় ধরে ফেলবেন এবং হত্যা করবেন।.....।" (সহীহ মুসলিম ২৯৩৭ক; জামি আত-তিরমিযী ২২৪০; মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৭৫)

ইসা দাঙ্গালকে খুঁজবেন কিন্তু তিনি কোথায় দাঙ্গালকে খুঁজে পাবেন এবং হত্যা করবেন? লুডের দরজায় / গেটে। তাহলে লুডের গেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লুডের গেটে না যাওয়া পর্যন্ত ইসা ইবনে মরিয়ম দাঙ্গালকে খুঁজে পাবেন না। লুড গেটের আদি শব্দের (পোসটার্নের) অর্থ কি? অবরোধের গেট বা জেলের গেট। এই

অবরোধের/জেলের গেটেই বলা আছে দাজ্জাল কে? যারা মুসলিমদেরকে মুহাম্মাদের গনতন্ত্রবিহীন, পীরতন্ত্রবিহীন ইসলাম মেনে চলার কারণে, ইসলাম প্রচার করার কারণে অবরোধ করছে, জেল দিচ্ছে তারাই দাজ্জাল। লুডের গেটে গেলে যে কেউ দাজ্জালকে চিনতে পারবেন এবং দাজ্জালকে পেয়ে যাবেন। পার্থক্য হচ্ছে আপনি দাজ্জালকে হত্যা করতে পারবেন না কিন্তু ইসা ইবনে মরিয়ম আঃ দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

এই ঘটনা কখন ঘটবে? ইসা ইবনে মরিয়ম কখন আসবেন? যখন আপনি দেখবেন যে, রোমান পৈতৃলিক এবং ইহুদীদের যে জোট ইসা ইবনে মরিয়মের অনুসারীদের ৪র্থ শতাব্দীতে নির্যাতন করেছিল, লিড্ডার (লুডের) সেন্ট জর্জকে হত্যা করেছিল সে রকম ভাবে পৈতৃলিক এবং ইহুদীদের মধ্যে জোট হয়ে গেছে এবং তারা এ যুগের সত্য পথের পথিকদের উপর নির্যাতন করছে, একই সাথে মুসলিমদের অবরোধ করে রাখা হয়েছে, তাদেরকে শুধুমাত্র বিশ্বাসের কারণে জেল দেয়া হচ্ছে তখন আপনি বুঝে নিবেন যে - ইসা ইবনে মরিয়ম আসার সময় হয়ে গেছে।

বর্তমানে মোদীর (ভারতের বিজেপি, RSS) সাথে নেতানিয়াহুর (ইসরায়েলের) জোট হয়ে গেছে। ভারত থেকে চরমপন্থী হিন্দুরা ২০২৩-২০২৫ সালের গাজা অবরোধের সময় প্যালেস্টাইনে গিয়ে মুসলিমদের হত্যা করেছে। মুসলিমদের জেল দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে অবরোধ করে দুর্ভিক্ষ তৈরি করে হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ভারতে খ্রিস্টানদের নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ করা হয়েছে। লুডের গেটগুলো কাজ করতে শুরু করেছে, লুডের গেটগুলো সচল হয়েছে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দাজ্জালের একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন এবং তাতে এটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল:

সে আসবে কিন্তু তাকে মদিনার গিরিপথগুলোতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তাই সে মদিনার নিকটবর্তী কোনো ঊষর স্থানে অবতরণ করবে এবং সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি তাকে বলবে: আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই সেই দাজ্জাল যার বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে জানিয়েছিলেন। দাজ্জাল বলবে: আমি যদি এই ব্যক্তিকে হত্যা করে আবার জীবিত করি, তাহলে আপনাদের কী মত? তারপরেও কি আপনারা এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন? তারা বলবে: না। এরপর সে (লোকটিকে) হত্যা করবে এবং তারপর তাকে আবার জীবিত করবে। যখন সে সেই ব্যক্তিকে জীবিত করবে, তখন সে (ঐ ব্যক্তি) বলবে: আল্লাহর কসম, এই মুহূর্তে (তুমি যে সত্যিই একজন দাজ্জাল) এর চেয়ে উত্তম প্রমাণ আমার কাছে আর নেই। এরপর দাজ্জাল তাকে (আবার) হত্যা করার চেষ্টা করবে, কিন্তু সে তা করতে পারবে না। আবু ইসহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বলা হয়েছে: সেই ব্যক্তি হবেন খিজির। (সহীহ মুসলিম ২৯৩৮ক)

যদি খিজির ফেরেস্তা হন তাহলে সেই ব্যক্তি খিজির হতে পারেন কিন্তু উক্ত হাদিসে দাজ্জালের সাথে উক্ত ব্যক্তির কথোপকথনে বুঝা যাচ্ছে ঐ ব্যক্তি একজন মানুষ। খিজির যদি মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে তিনি বহু আগেই মারা গিয়েছেন – এই কথা অন্য একটি হাদিস থেকে প্রমাণিত। তাহলে, আবু ইসহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বলা হয়েছে: সেই ব্যক্তি হবেন খিজির। --- এই কথার অর্থ কি? এই ব্যক্তি হচ্ছেন এই সময়ের সেই সকল ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ সেই জ্ঞান দিয়েছেন যেই জ্ঞান আল্লাহ খিজিরকে দিয়েছিলেন – এটা আমার মতামত। বিশদভাবে জানতে, 'সূরা কাহফ মুসা ও খিজির' (বর্তমান জমানায় সূরা কাহফের ব্যাখ্যা মুসা ও খিজির) নামে বইটি পড়তে পারেন। বইটি scribd তেই পেয়ে যাবেন।

মুসলিমদের মধ্যে কিছু কিছু লোক লুডের সেন্ট জর্জকে খিজির বলে মনে করেন। এই কথার ব্যাখ্যা একই। যখন কোনো নবী মানুষের মধ্যে থাকে না তখন আল্লাহ যাদেরকে নিজে জ্ঞান দান না করেন তারা পৈতৃলিক এবং ইহুদীদের নির্যাতন সহ্য করে সঠিক পথে থাকতে পারে না। এটা কোনো সহজ কাজ নয় – সরকার, রাষ্ট্র, জনগণ, সারা পৃথিবীর বিশ্বাস, মতাদর্শ একদিকে আর আপনি একা অন্য দিকে; নির্যাতন, জেল, নিহত হবার ঝুঁকি প্রতিদিন আপনার পথে বিছানো থাকবে। সেন্ট জর্জকে পৈতৃলিকরা যে নির্যাতন করেছে তার কিছু বর্ণনা বিভিন্ন খ্রিস্টান ওয়েবসাইটে দেয়া আছে, পড়তে পারেন - ভয়াবহ নির্যাতন! সেন্ট জর্জ হচ্ছেন আমার ভাই। আমি উনাকে ভালবাসি। সত্য পথের পথিক সবাই আমার ভাই। ন্যায়নীতির কারণে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকেও আমি সম্মান করি। আমরা কারো ধর্ম বা বিশ্বাস দেখি না। আমরা দেখি - কে ন্যায়ের পথে আছে। প্রত্যেক চরমপন্থী আমাদের শত্রু। বিজেপি, আইএসআইএল (ISIL), শিবসেনা, RSS এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমাদের জন্য ফরজ।

* আমিনুল জেলে আছে। ওকে দেখতে যাবো। ওকে জানাতে হবে যে, ও যেই জেলে আছে সেই জেলের লোহার শিকযুক্ত গেট – ওর কারণে লুডের গেটে পরিণত হয়েছে।

অনেক কষ্টে আমিনুলের দেখা পাওয়া গেলো।

- ভালো আছিস? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

- হুম।

- মন খারাপ করিস না।

- মন খারাপ করার কিছু নাই। ইসা ইবনে মরিয়মের পৃথিবীতে আসার শর্ত পূরন করছি আমরা। লুডের গেট নির্মাণ না করলে ইসা ইবনে মরিয়ম পৃথিবীতে আসবেন কি? কারণ তিনি তো দাজ্জালকে হত্যা করবেন লুডের গেটে। যখন পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে লুডের গেট নির্মাণ হয়ে যাবে তখন ইসা ইবনে মরিয়ম আসবেন। আমার মাধ্যমে একটা জেলের গেট লুডের গেটে পরিণত হল। এটা তো সম্মানের বিষয়। আমার চেষ্টা, কষ্ট বিফলে যাচ্ছে না; আমার জেলে থাকাকে আল্লাহ অনেক বড় ভালো কাজে পরিণত করে দিয়েছেন।

- এটা যে কত বড় কাজ তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আমরা যদি জেলে না যাই, অবরোধে না থাকি তাহলে লুডের গেট নির্মিত হবে না। সেইন্ট জর্জের (Saint George) মত হাজারো ইসার অনুসারী নির্যাতিত, নিহত হবার পর আল্লাহ সম্রাট কনস্টান্টিনকে (জুলকারনাইনকে) পাঠিয়েছিলেন পৈতৃলিকদের শাস্তি দিতে এবার আল্লাহ ইসা ইবনে মরিয়মকে পাঠাবেন দাজ্জালকে হত্যা করতে। এবার ফাইনাল খেলা। তাই আমাদের খুব দৃঢ় থাকতে হবে, শক্ত থাকতে হবে। অবরোধে থেকে, জেলে গিয়ে, নিহত হয়ে আমাদেরকে লুডের গেট নির্মাণ করতে হবে যাতে ইসা ইবনে মরিয়ম এসে লুডের গেটে দাজ্জালকে হত্যা করতে পারেন।

- লুডের গেট খুঁজে পেয়েছিস?

- প্রতীকী অর্থ আমরাই হচ্ছি লুডের গেট আর আক্ষরিক অর্থে এটা মনে হচ্ছে লন্ডনের কোনো গেট।

- দাজ্জাল এখন কি করবে? আমাদের জেলে ভরে রাখলে বা হত্যা করলে ইসা ইবনে মরিয়মের পৃথিবীতে আসার শর্ত পূরন হয়ে যায় – কি সমস্যা - কি করি বলো তো দেখি (আমিনুল হাসছে)। ইসরায়েল (নেতানিয়াহু) আর মোদীর ভারতের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবা - তারা ক্ষতির মধ্যে পড়বা কারণ ইসা যদি এখন চলে আসেন তাহলে তোমাদের বিশাল সমস্যা হবে। ইসা ইবনে মরিয়ম এসে প্রথমে ইসরায়েলের বন্ধুদের খুঁজবেন বলেই আমার মনে

হচ্ছে। ভারতের মণিপুরে যারা খ্রিস্টানদের হত্যা করেছে, মুসলিমদের বাড়ি ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে তাদেরও নিস্তার নাই।

- তারেক জিয়াকে বলিস ও যেনো আর কখনো লন্ডনে না যায়। আমিনুলের হাসি থামছেই না।

আমিনুল হাসছে কিন্তু আমি সিরিয়াস। হাদিস এবং ইতিহাস অনুসারে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইসা ইবনে মরিয়ম লন্ডনে দাউজালকে হত্যা করবেন - এই ব্যাপারে আমি ৯৭% নিশ্চিত। আমাদের জেলের গেট, অবরোধের গেটগুলো হচ্ছে লুডের গেট এই ব্যাপারেও আমি ৯৭% নিশ্চিত। মুসলিম রোহিঙ্গাদের অবরোধ করে রাখা বাংলাদেশ সরকার, তারেক জিয়াকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিবেন যদি সে মুসলিম রোহিঙ্গাদের পরিপূর্ণ মানবাধিকার দিয়ে বাংলাদেশে বসবাস করতে না দেয় অথবা রাখাইনে মুসলিম রোহিঙ্গাদের নিজেদের মাতৃভূমিতে নিরাপত্তার সাথে বসবাসের ব্যবস্থা করে না দেয়।

আমিনুল হাসতে হাসতে বলল, লন্ডনে নেতাদের কোনো Conference হলে বা কোনো প্রোগ্রাম হলে ওরা যেন নিরাপত্তা এখনকার চেয়ে ১০ গুণ বাড়িয়ে নেয় - বিশেষ করে সেই অনুষ্ঠানে যদি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী অংশ গ্রহন করে। Be careful ! Isa ibne Moriom is coming. পরে আবার বলো না যে, আমি তোমাদের সতর্ক করি নাই। আমিনুল হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায় - ইসা ইবনে মরিয়মকে তোমরা কি পরাজিত করতে পারবা?

লুডের গেটের ভিতর থেকে আমিনুলের হাসি থেকে মুক্তা ঝরে পড়ছে। বর্তমান পৃথিবীতে তার চেয়ে আনন্দিত এবং সম্মানিত ব্যক্তি আর কেউ আছে কি?

.....

* ইসা ইবনে মরিয়ম আসার পূর্বে গাযওয়াতুল হিন্দের শেষ একটি যুদ্ধ হবার প্রবল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

* এই বইটি পড়ে ভালোভাবে বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই 'মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাউজাল' বইটি পড়া থাকতে হবে। বইটি ইন্টারনেটে / গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ বই, পড়ে নিবেন।

* বইটি কপিরাইট মুক্ত (Copyright free / Public Domain). যে কেউ বইটিকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন।

* কিছু সূত্র মতে, ব্রিটিশ এম্পায়ারের বা British Monarch এর শিকড় হচ্ছে Anglo-Saxon রা। এই Anglo-Saxon paganism থেকে অর্থাৎ তাদের পূজা করা দেবতাদের নাম থেকে বিভিন্ন দিনের বা বারের নাম এসেছে; যেমনঃ Sunday (Old English: Sunnandæg): The day of the Sun, dedicated to the solar deity Sunna (or Sol); Monday (Old English: Mōnandæg): The day of the Moon, sacred to the lunar deity Máni; ইত্যাদি। এগুলো কোনো খ্রিস্টান নাম নয়, এগুলো হচ্ছে পৈতৃলিক নাম। Sunday, Monday, ইত্যাদিকে ইংরেজী দিনের নাম হিসেবে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে কারা?

যারা ব্রিটিশ এম্পায়ার বা British Monarch এর পৈতৃলিকতা সম্পর্কে আরও জানতে চান তারা 'Anglo-Saxon paganism' সম্পর্কে পড়বেন এবং British Monarch সম্পর্কেও ইন্টারনেটে পড়বেন। গুগলে সার্চ দিলেই সবকিছু পেয়ে যাবেন। আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তা প্রমাণিত ইতিহাস। আমার লেখা তথ্যগুলো সম্পর্কে গুগলে সার্চ দিলেই সকল তথ্য পেয়ে যাবেন এবং বইয়ে উল্লেখিত সকল তথ্য মিলিয়ে নিতে পারবেন।

* হাদিস থেকে দু'টি দাজ্জালের কথা সরাসরি পাওয়া যায়; একটি হচ্ছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদটি হচ্ছে দাজ্জালের পদ। ইসরায়েল হচ্ছে একটি দাজ্জাল রাষ্ট্র। যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হবে সেই দাজ্জাল। তথ্য সূত্রঃ হাদিসঃ সহীহ মুসলিম ২৮৯৭; অন্য দাজ্জালটি হচ্ছে ব্রিটিশ এম্পায়ার বা British Monarch. তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম ২৮৯৭ এবং সাহীহ মুসলিম ২৯৪২; এই দু'টি হচ্ছে মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং নিকৃষ্ট দাজ্জাল। "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইয়ে এই সকল বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গুগলে সার্চ দিলেই বইটি পেয়ে যাবেন।

* বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সরকার --- আপনারা অবশ্যই কমনওয়েলথ থেকে বের হয়ে আসবেন। ভয় পাচ্ছেন? জেনে রাখুন, যে সকল রাষ্ট্র বা রাজ্য কমনওয়েলথের সদস্য থাকবে আল্লাহ নিজে তাদেরকে ধ্বংস করবেন।

* যারা বলবেন, Lud এর উচ্চারণ তো 'লুড' নয়, এর উচ্চারণ হচ্ছে, 'লাদ'। জি, আমি এটা জানি। ১৪০০ বছরে অনেক শব্দের আদিরূপ, উচ্চারণ পরিবর্তন হয়েছে। ইয়াজুজ, মাজুজ, দাজ্জাল বোকা নয়। ওরা অনেক কিছুর নাম-ই পরিবর্তন করে দিয়েছে। **উচ্চারণ পরিবর্তন করা তো ওদের কাছে কোনো ব্যাপার-ই না।** হাদিস এবং ইতিহাস থেকে যে সকল দাজ্জাল পাওয়া গেছে এবং আনুষঙ্গিক তথ্য মিলালে লুডগেট (লাদগেট) লন্ডনে হবার সম্ভাবনা আমার মতে ৯৭%.

* বইটি শেয়ার করার অনুরোধ থাকল।

আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তাতে ভালো কিছু থাকলে সেটা আল্লাহ এর তরফ থেকে আর ভুল বা মন্দ কিছু থাকলে সেটা আমার এবং শয়তানের তরফ থেকে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।